জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

প্রয়াত ‘কর্ণ’

৬৮ বছরে প্রয়াত হলেন মহাভারতের কর্ণ ওরফে অভিনেতা পঙ্কজ ধীর। দীর্ঘদিন ক্যানসারে ভুগছিলেন অভিনেতা। পঙ্কজের মৃত্যুতে শোকের ছায়া বিনোদন-জগতে

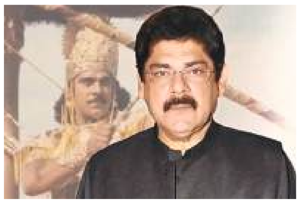

নতুন ঘূর্ণাবর্ত

ফের নিম্নচাপের চোখরাঙানি। চলতি মাসেই ঘূর্ণিঝড় তৈরির সম্ভাবনা। আবহাওয়াবিদদের মতে, পরবর্তী ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য তারিখ ২৭ অক্টোবর হতে পারে। বাংলায় আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই

মেডিসিনের এক্সপায়ারি ডেট ও তালিকা চাইল স্বাস্থ্য ভবন

উপাচার্য নিয়োগে সুপ্রিম নির্দেশ উপেক্ষা করে বোসের স্বেচ্ছাচার

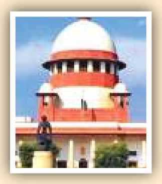

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৪০ ● ১৬ অক্টোবর, ২০২৫ ● ২৯ আশ্বিন ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 140 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 16 OCTOBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বাঁধের পলি তোলা হয় না ■ সেই কারণেই বাংলার সর্বনাশ

হয় ড্রেজিং, নয় ভাঙো

প্রতিবেদন : বাংলায় বিপর্যয়ের জন্য ফের কেন্দ্রকে একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তোপ দাগলেন ডিভিসির বিরুদ্ধেও। বুধবার দার্জিলিংয়ে উত্তরের বিপর্যয়ের রিভিউ মিটিং করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তিনি বলেন, ভুটানের জলেই এই পাহাড় ও ডুয়ার্সে বিপত্তি। তারপর ডিভিসি গত ২০ বছর ধরে ড্রেজিং করেনি। তার ফলে বাঁধের জলধারণ ক্ষমতা কমে গিয়েছে।

মাতৃস্নেহে শিশুর চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার।

যদি ড্রেজিংই না করে তবে বাঁধ রাখার অর্থ কী? ভেঙে দাও!

মুখ্যমন্ত্রী এদিন ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান পেশ করে বলেন, উত্তরের ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় একাই সামাল দিয়েছে বাংলা। কেন্দ্র কোনও সহায়তাই করেনি। তাই কেন্দ্রের (এরপর ১২ পাতায়)

জনপথে জনসংযোগ। দার্জিলিংয়ের পথে পড়ুয়াদের সঙ্গে চকোলেট ভাগ করে নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার।

ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান পেশ

- তিন জেলায় মৃত্যু ৩২ জনের। দার্জিলিং-২১ জন (মিরিক) জলপাইগুড়ি-৯ জন (নাগরাকাটা) কোচবিহার-২ জন (মাথাভাঙা)
- ৭০ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ে
- নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা হয়েছে ২০ হাজার মানুষকে
- ক্ষতিগ্রস্ত ৯৪টি প্রাথমিক স্কুল, ৭৯টি সেকেন্ডারি স্কুল
- ক্ষতিগ্রস্ত ২২৮টি পানীয় জলপ্রকল্প
- বাঁধ ভেঙেছে ১,১২৮ মিটার, ক্ষতিগ্রস্ত ১২,৬৮০ মিটার
- ১,৩৬০টি বিদ্যুতের খুঁটি, ২৭২টি ট্রান্সফর্মার, ২টি টাওয়ার, ৩৩ কেভি ফিডার লাইন ক্ষতিগ্রস্ত
- ৮১টি রাস্তা ও ১১টি সেতু এবং কালভার্ট ভেঙেছে
- কয়েক হাজার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত (সার্ভে চলছে)
- উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের ২৪৪টি পরিকাঠামোর ক্ষতি

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সাগরতীর্থ

গঙ্গা মিশেছে গঙ্গাসাগরে
সাগর মিশেছে মোহনায়
সারা বিশ্বের বিরলদৃশ্য
দেখতে পাবেন বাংলায়।
ঢেউ উঠেছে ‘ঢেউ সাগরে’
সৈকতে জাগছে সকাল।
নূতন তটেতে ‘ভোর’ এসেছে
সাজছে সাগরে বিকাল।
‘রূপ সাগরের’ রূপের ছটায়
রূপসী সমুদ্র সাজছে
বালুকাবেলায় রূপালি ঝিলিক
সাদা বালিতে চিকচিক জ্বলছে।
ঝাউ বন আর ম্যানগ্রোভে ভরা
স্রোতস্বিনী সমুদ্রতটে
চাঁদ ও তারার সাঁঝবাতিতে
রূপসাগর সেজেছে বটে।
নূতন পথ চলার জনস্রোতে
জলসাথীর সাগর পারে
নূতনভাবে সৃষ্টি হলো
গঙ্গা, আবিষ্কারের ভোরে।

শহরে মৃতদের পরিবারকে নিয়োগপত্র-অনুদান কাল

প্রতিবেদন : কলকাতায় একরাতে মাত্র তিন ঘণ্টায় রেকর্ডভাঙা বৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল ১২ জনের প্রাণ। তাঁদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য ও পরিবারপিছু একজন করে চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার দার্জিলিংয়ে উত্তরের তিন জেলার রিভিউ মিটিংয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, ১৭ অক্টোবর বিকেল ৫টায় কলকাতায় কালীপুজোর উদ্বোধন মঞ্চ থেকে স্বজনহারাদের ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে। তাঁদের পরিবারের একজনকে চাকরির নিয়োগপত্রও তুলে দেওয়া হবে।

হড়পা বান ও ধসে সাহসী কাজের জন্য পুরস্কৃত করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর কলকাতা ও কলকাতা-সংলগ্ন এলাকায় তিনঘণ্টায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়েছিল। সেই বৃষ্টিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১২ জন। মুখ্যমন্ত্রী ভবানীপুরে পুজো উদ্বোধনে গিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা হবে রাজ্যের তরফে। সিইএসসিকে আমি পরিবারের একজনের চাকরি দেওয়ার কথা বলেছি। (এরপর ১২ পাতায়)

রয়্যালটি থেকে ৫ লক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর

অন্য মন্ত্রীরাও ত্রাণ তহবিলে দেবেন ১ লক্ষ টাকা

প্রতিবেদন : উত্তরের ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবার ব্যক্তিগতস্তরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা। বুধবার দার্জিলিংয়ের লালকুঠিতে রিভিউ বৈঠক করার সময়ই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, রাজ্যের মন্ত্রীরা এই বিপর্যয়ে মানুষের পাশে থাকার জন্য এক লক্ষ টাকা করে দান করবেন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ফান্ডে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বইয়ের রয়্যালটি থেকে এই ফান্ডে পাঁচ লক্ষ টাকা দেবেন বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমার খুব অল্প টাকা আছে। আমি সেখান থেকেই এই টাকাটা দেব। উল্লেখ্য, উত্তরের এই বিপর্যয়ের জন্য আলাদা করে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ফান্ড (অ্যাকাউন্ট) খুলেছে রাজ্য সরকার। সেখানে সাধারণ মানুষ বা যে কেউ দান করতে (এরপর ১২ পাতায়)

অর্থ সাহায্য করুন এই অ্যাকাউন্টে

Account Name	M/s West Bengal State Disaster Management Authority
Account Number	628001041066
Bank	ICICI BANK LIMITED, Howrah, 8 1 Hardatrai Chameria Road, Grd. Flr. Howrah. 711101
IFS Code	ICIC0006280
Branch Code	006280
MICR Code	700229010

ICICI Bank
MS WEST BENGAL STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY DORMA
QR Code

কলকাতা-লন্ডন আরও একটি উড়ান এ-মাসে

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধ মেনে নিয়ে শুরু হতে চলেছে আরও একটি কলকাতা-লন্ডন উড়ান। ইন্ডিগো সংস্থার এই উড়ান চালু হতে চলেছে ২৬ অক্টোবর থেকেই। ইকনমি ক্লাসে আসা-যাওয়ার ভাড়া হবে ৫৫,১৪৫ টাকা। অন্যদিকে বিজনেস ক্লাসে ভাড়া ১,২৬,১৯১ টাকা। উল্লেখ্য, বিমানটি মুম্বই হয়ে লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে যাবে।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তারিখ অভিধান

১৯২৭
গুন্টার গ্রাস
(১৯২৭-২০১৫) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। 'টিনড্রাম'-এর নোবেলজয়ী জার্মান লেখক। কলকাতায় এসেছেন বহুবার। কখনও থেকেছেন রাজভবনের অতিথিশালায়, কখনও বারুইপুরের এক বাগানবাড়িতে। ঘুরে বেড়িয়েছেন কফি হাউস, কালীঘাট আর বালিগঞ্জ স্টেশনের ফুটপাথে। ব্যোমকালী কলকাত্তাওয়ালিকে বিদেশিরা সচরাচর খেয়াল করেন না। কিন্তু গুন্টার গ্রাস চিনতে চেয়েছিলেন রক্তলোলুপ, মুণ্ডমালিনী সেই দেবীকেই। লিখেছেন 'ৎসুঙ্গে সাইগেন'। 'জিভ কাটো লজ্জায়' নামে সে বইয়ের একটি জনপ্রিয় বাংলা অনুবাদ হয়েছিল। কৃত্রিম প্রসাধনীরঞ্জিত ওষ্ঠ নয়, এই শহরের আলজিভ, থুতু ও রক্তকোষসমন্বিত জিভটিই গ্রাস বারংবার আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। নইলে কি কলকাতাবাসের পর আদৌ লিখতে পারতেন: 'কালীপুজো আসছে। দেওয়ালের ধারে মাথা নিচু করা, নর্দমার জলে ভর্তি তিন হাজার বস্তি। তাদের পাশে শুধু রাত্রি আর তাদের ভয়ঙ্কর হাঁ মুখে জিভ বের করা ওই দেবী। তিনি আলটাগরায় শব্দ করছেন। আমি জিভ দেখালাম, নদী পেরিয়ে গেলাম, সীমান্ত মুছে দিলাম।'

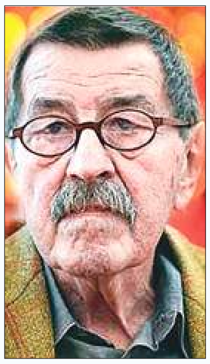

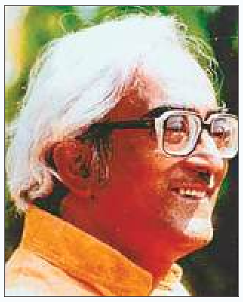

২০২০ প্রদীপ ঘোষ (১৯৪২-২০২০) এদিন মারা যান। মৃত্যুর কারণ, কোভিড সংক্রমণ। প্রখ্যাত আবৃত্তিকার ও বাচিক শিল্পী। কাজী সব্যসাচীর পরে তাঁর কণ্ঠে 'কামাল পাশা' বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আফ্রিকা' জনপ্রিয়তার চূড়া স্পর্শ করেছিল। ছয়ের দশকের শেষের দিক থেকে এক মঞ্চে এক কবিতা ভাগাভাগি করে বলতেন কাজী সব্যসাচী এবং প্রদীপ ঘোষ। নজরুলপুত্র হয়তো কোনও কবিতার মুখরা আবৃত্তি করে বলতেন, 'বাকি শোনাবেন প্রদীপ'। এর পরেই সভাগৃহে রিনরিন করে বাজত প্রদীপের গলা। অসাধারণ কণ্ঠের অধিকারী না হয়েও অদ্ভুত দক্ষতায় নিজের স্বর ব্যবহার করতে জানতেন প্রদীপ। মাইকে একেবারে মুখ ঠেকিয়ে আবৃত্তি করতেন অনায়াসে। যা কেউ কোনও দিন করেননি।

১৮৫৪
অস্কার ওয়াইল্ড
(১৮৫৪-১৯০০) এদিন আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে জন্মগ্রহণ করেন। আইরিশ নাট্যকার, ঔপন্যাসিক এবং কবি। ভিক্টোরীয় যুগের লন্ডন শহরে তিনি অন্যতম সফল নাট্যকার হিসেবে পরিচিত হন। ওয়েস্টলেনের যে ২১ নং বাড়িটিতে তিনি জন্মেছিলেন সেই বাড়িটিতে এখন ট্রিনিটি কলেজের অস্কার ওয়াইল্ড সংস্কৃতি জাদুঘর। তাঁর বিখ্যাত গল্পগুলোর মধ্যে আছে 'দ্য সেলফিশ জায়ান্ট', 'দ্য হ্যাপি প্রিন্স' ইত্যাদি।

১৮৯৬ মনোমোহন ঘোষ
(১৮৪৪-১৮৯৬) এদিন প্রয়াত হন। প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার যিনি কলকাতায় আইন ব্যবসা শুরু করেছিলেন। একাধিক মামলায় ব্রিটিশ শাসকের হাত থেকে নির্দোষ ভারতীয়দের রক্ষা করেছেন। বিলেতে পড়ার সময় মাইকেল মধুসূদনকে অর্থসাহায্য করেন। 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বেথুন স্কুল স্থাপনের পেছনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। নীল চাষিদের পক্ষে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় লিখতেন।

১৯৯৪ গজেন্দ্রকুমার মিত্র (১৯০৮-১৯৯৪) এদিন প্রয়াত হন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক। ১৯৩৮ সালে বন্ধু সুমথনাথ ঘোষের সঙ্গে কলকাতায় 'মিত্র অ্যান্ড ঘোষ' প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন করেন। শ্যামাকে নিয়ে তাঁর উপন্যাস ট্রিলজি 'কলকাতার কাছেই' (১৯৫৯-এ সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত), 'পৌষ ফাগুনের পালা' (১৯৬৪-তে রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত) এবং 'উপকণ্ঠে' তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি। এ ছাড়া লিখেছেন 'পাঞ্চজন্য', 'বহ্নিকন্যা', 'আদি আছে অন্ত নেই' ইত্যাদি। 'কথাসাহিত্য' মাসিক পত্রিকা তিনিই শুরু করেন।

১৯৮১ রাধিকামোহন মৈত্র (১৯১৭-১৯৮১) এদিন প্রয়াত হন। প্রখ্যাত সরোদিয়া। জওহরলাল নেহরুর সময় ভারত থেকে যে সাংস্কৃতিক মিশন চিনে গিয়েছিল, সেই দলের অন্যতম সদস্য। স্বাধীনতার আগেই তাঁর প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল।

পার্টির কর্মসূচি

■ গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের তপসিয়ায় আঁধারিয়া বুথে পাড়া শিবিরে ব্লক তৃণমূল সভাপতি টিঙ্কু পাল। রয়েছেন অঞ্চল সভাপতি শক্তিপদ করণ, বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ তারাচাঁদ সিং, অঞ্চল সহ-সভাপতি অসিত গিরি, বুথ সভাপতি-সহ নেতৃত্ব।

■ ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার মহিলা তৃণমূলের নবনির্বাচিত প্রতিনিধি ও ব্লক নেতৃত্বকে শুভেচ্ছা জানান ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী তনয়া দাস। ডেবরার সাংসদ কার্যালয়ে।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫২৭

১			২	■	৩		৪
	■	■		■		■	
৫	৬	■	৭			■	■
■		■	■	■	৮	৯	
১০		১১	■	■	■		■
■	■	১২		১৩	■	১৪	১৫
১৬	■		■		■	■	
১৭			■	১৮			

পাশাপাশি : ১. গর্বিত কথা বা উক্তি ৩. অপবিত্র ৫. দশনামী সম্প্রদায়ের তান্ত্রিকবিশেষ ৭. ঝগড়া ৮. সেই একমাত্র, অনন্য ১০. বহু লোকের সমাবেশ ১২. অনশন, আহারে বিরতি ১৪. বাসনার নিবৃত্তি ১৭. গা ভর্তি, সারা গায়ে আছে এমন ১৮. সংসারের পতি।

উপর-নিচ : ১. সেলাম, নমস্কার ২. গর্ত ৩. আঘাত পায়নি এমন, অক্ষত ৪. সামগ্রী, দ্রব্য ৬. ভিটামিন ডি-র ঘাটতির জন্য শিশুদের হাড়ের দুর্বলতা রোগ ৯. শিব ১১. বিষহীন সবুজ সাপবিশেষ ১৩. সদৃশ, তুল্য ১৫. নিষ্কৃতি ১৬. মহার্ঘ ভাতা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫২৬ : পাশাপাশি : ১. তাইরেনাইরে ৬. খাবি ৮. পসার ৯. হয়রান ১০. ধীসচিব ১২. অনীহ ১৩. কলা ১৫. জয়রামবাটী। **উপর-নিচ :** ২. ইস্টার ৩. নামগ্রহ ৪. রেখা ৫. উপঅধীক্ষক ৭. বিজ্ঞানরহস্য ১১. বটখেরা ১২. অথবা ১৪. লাজ।

১৫ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৭৮০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৮৪৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২২১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৮৩৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৮৩৪৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.১৬	৮৭.৫৬
ইউরো	১০৪.০২	১০১.৯১
পাউন্ড	১১৯.৪২	১১৬.৭৮

নজরকাড়া ইনস্টা

■ রুকমা রায়

■ ইমন চক্রবর্তী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

দার্জিলিংয়ে রিভিউ মিটিং ● জনসংযোগে মুখ্যমন্ত্রী

পাহাড়ের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছবি আঁকলেন পাহাড়ের

ছোটদের দিলেন চকোলেট

প্রতিবেদন : বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গে পুনর্গঠনের কাজ নিজে দাঁড়িয়ে তদারকি করছেন মুখ্যমন্ত্রী। দুর্গত এলাকা ঘুরে মানুষের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিচ্ছেন। আশ্বস্ত করছেন পাহাড়-ডুয়ার্সবাসীদের। তুলে দিচ্ছেন ত্রাণ। রবিবার থেকেই চষে বেড়াচ্ছেন এলাকা। বুধবার দার্জিলিংয়ে রিভিউ মিটিং সেরে পাহাড়ের রাস্তায় একেবারে ভিন্ন মেজাজে ধরা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সময় কাটালেন খুদেদের সঙ্গে। তাদের হাতে তুলে দিলেন চকোলেট। আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিলেন এক পাহাড়ি বালকের। তারপরই এক শিল্পীর অনুরোধে তিনি রং-তুলি হাতে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুললেন পাহাড়ের ছবি।

এদিন দার্জিলিংয়ে রিপন রোডে বেরিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাস্তার দুধারে তখন দাঁড়িয়ে বহু পর্যটক ও সাধারণ মানুষ। তাঁদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী। পথে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের সঙ্গে দেখা হয় স্কুল পড়ুয়াদের। তাঁদের হাতে চকোলেট তুলে দেন তিনি। পাহাড়ের রাস্তায় এক শিল্পী নিজের মনে ছবি আঁকছিলেন। তিনি হঠাৎ দেখেন মুখ্যমন্ত্রীকে। তাঁর অনুরোধেই মুখ্যমন্ত্রী হাতে তুলে নেন ব্রাশ। রং-তুলিতে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলেন পর্বতশৃঙ্গ। তা দেখে মুগ্ধ পাহাড়ের মানুষ ও পর্যটকেরা।

ম্যানগ্রোভ ও ভেটিভা চাষের পরামর্শ পাহাড়ে

প্রতিবেদন : প্রকৃতি দিয়েই প্রকৃতি রক্ষার পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার পাহাড়ে রিভিউ মিটিংয়ে তাঁর পরামর্শ, পাহাড়ে দুর্যোগে সুস্থায়ী সমাধানে লাগাতে হবে ম্যানগ্রোভ আর ভেটিভা। সুন্দরবনের অনুকরণেই গড়ে তুলতে হবে পাহাড়ি নদী-বাঁধ। তাহলেই রক্ষা মিলবে প্রকৃতির রোষ থেকে।

মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, প্রকৃতিকে ধ্বংস করলে প্রকৃতি ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেয়। তা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। তাই এবার বিপর্যয় ঠেকাতে হবে প্রকৃতি দিয়েই। কংক্রিটে নয়, পাহাড়কে রক্ষা করতে হবে প্রকৃতি দিয়ে। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী ম্যানগ্রোভ আর ভেটিভা লাগানোর পরামর্শ দিয়ে বলেন, গঙ্গাসাগরে যদি ৫ কোটি ম্যানগ্রোভ লাগানো যেতে পারে, উত্তরবঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কেন লাগানো যাবে না! কংক্রিটের থেকে গাছ অনেক টেকসই। এ পথেই স্থায়ী সমাধান করতে হবে। এখন দেখতে হবে ম্যানগ্রোভ পাহাড়ি ভূ-প্রকৃতিতে বেড়ে উঠবে কি না।

স্রোতে ভেসেও জীবন ফিরে পাওয়া

হস্তিশাবকের নাম রাখলেন লাকি

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ● আলিপুরদুয়ার

উত্তরের বিপর্যয়ে গত ৫ অক্টোবর ভারত-ভুটান সীমান্তের পাহাড়ি নদী মেচির প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে এসেছিল একটি খুদে হস্তিশাবক। তাকে দলে ফেরানোর চেষ্টা করলেও দল তাকে নেয়নি। সেই খুদে এখন আলিপুরদুয়ার জেলার জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের পিলখানায় খেলে বেড়াচ্ছে অন্য সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে। এত বিপর্যয়ের মধ্যেও সৌভাগ্যবশত সেদিন বেঁচে গিয়েছিল শাবকটি। বুধবার তার নামকরণ করলেন মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাগ্যের জোরে বেঁচে যাওয়া শাবকটির নাম রাখলেন 'লাকি'। ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে কার্শিয়াংয়ের মেচি নদীর তীব্র স্রোতে ভেসে যাওয়ার পর প্রায় ১৫ দিন বয়সের ওই মাদি হস্তিশাবককে উদ্ধার করা হয়। তারাবাড়ি এলাকায় নেপাল ও ভারতের জনগণের সহযোগিতায় যৌথভাবে নদী থেকে এটিকে উদ্ধার করা হয়েছে।

পরবর্তীতে, উদ্ধার-করা হস্তিশাবকটিকে তার মায়ের সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটাতে কার্শিয়াং বিভাগের পানিঘাট্টা রেঞ্জের কোলাবাড়ি বিটের অন্তর্গত কোলাবাড়ি বনে ছেড়েও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় সেটি হাতির পালের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হতে পারেনি এবং একা একাই বনে ঘুরে বেড়াতে থাকে। শাবকটির বয়স এবং শারীরিক দুর্বলতা বিবেচনা করে, সেটিকে ৮ অক্টোবর চিকিৎসা ও যত্নের জন্য জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। চিকিৎসকদের প্রচেষ্টায় এখন শাবকটি সম্পূর্ণ সুস্থ।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

16 October, 2025 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পার্থক্য

প্রথমেই স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে নেওয়া দরকার, দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে যে ঘটনা ঘটেছে, তা নিন্দনীয় শুধু নয়, দোষী বা দোষীদের কড়া শাস্তি হওয়া উচিত। পুলিশ তদন্ত করছে। পাঁচ জন গ্রেফতার হয়েছে। কিন্তু তদন্ত যত এগোচ্ছে ততই নানা ধরনের বক্তব্য উঠে আসছে। কিন্তু দোষীদের যে রেয়াত নয় মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তদন্তও হচ্ছে নিরপেক্ষভাবে। কিন্তু দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে কী হল? দুর্গাপুরে ঘটেছে ক্যাম্পাসের বাইরে। রাতে। কিন্তু দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের কনভোকেশন হলেই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রীকে গণধর্ষণ করা হয়। অপরাধীদের শনাক্ত না করে বিশ্ববিদ্যালয় ও হস্টেল কর্তৃপক্ষ ঘটনা ধামাচাপা দিয়ে শ্লীলতাহানির মামলা দায়ের করতে চেয়েছিল। বিজেপির নির্দেশে এই বিভ্রান্তি এবং মিথ্যাচার বিগত কয়েক দিন ধরে চলেছে তাই নয়, একজনও গ্রেফতার হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লিতে। আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব অমিত শাহের পুলিশের। ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা। যত চেষ্টা তত জনরোষ বাড়ছে পড়ুয়াদের মধ্যে। উত্তপ্ত ক্যাম্পাস। এর মাঝেই নির্যাতিতা জানিয়ে দিলেন, তাঁকে গণধর্ষণ করা হয়েছে শুধু নয়, গর্ভপাতের পিলও খাওয়ানো হয়েছিল ধর্ষণের সময়। ন্যক্কারজনক হল— ধর্ষণ করার পর ছাত্রীকে বলা হয়েছিল স্নান করে পোশাক বদলে নিতে। অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগও করতে দেওয়া হয়নি। সেইসঙ্গে ছিল হুমকি, বিকৃত ছবি, ব্ল্যাকমেল। অর্থাৎ যতরকম ভাবে ভীতিপ্রদর্শন করা যায়। নোংরা ছবি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে বলা হয়েছিল, ধর্ষণকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে নইলে ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হবে সোশ্যাল মিডিয়ায়। বাংলায় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আর বিজেপি রাজ্যে ঘটলে কী হয়, তা মানুষ দেখছেন। বাংলা যে এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে তা বারবার প্রমাণিত হচ্ছে। মানুষ পার্থক্যটা বুঝছেন।

e-mail থেকে চিঠি

ফেঁসে গিয়েছেন অমিত শাহ

প্রায় দু মাস হতে চলল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পেশ করা বিলের পর্যালোচনায় যৌথ সংসদীয় কমিটিই তৈরি হল না। যা নিয়ে লোকসভার সচিবালয় আর মন্ত্রকের মধ্যে টানাপোড়েনও শুরু হয়েছে, এমনটাই শোনা যাচ্ছে। গত ২০ অগাস্ট লোকসভায় পেশ হয় ১৩০তম সংবিধান সংশোধন বিল। যে সংশোধনে গুরুতর অপরাধের অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা কোনও মন্ত্রী একটানা ৩০ দিন হেফাজতে থাকলেই পদচ্যুত করা হবে। দোষ প্রমাণ হোক বা নাই হোক। মূলত বিজেপি বিরোধী রাজ্যকে বিপদে ফেলতেই অমিত শাহ এই বিল এনেছেন। বিল পেশের সময়ই প্রবল বিরোধিতা হয়। চাপে পড়ে বিলটি সংসদীয় যৌথ কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কিন্তু প্রায় দু' মাস পরেও ৩১ সদস্যের কমিটিই তৈরি করে উঠতে পারলেন না লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। কমিটিতে লোকসভার ২১ জন এবং রাজ্যসভার ১০ সদস্য থাকবেন। গত ২৩ অগাস্ট তৃণমূল সর্বাগ্রে জানিয়ে দেয়, তারা এই কমিটিতে কাউকে পাঠাবে না। সেই পথ অনুসরণ করে অখিলেশ যাদবের দল সমাজবাদী পার্টি, উদ্ধবপন্থী শিবসেনা, আম আদমি পার্টি, আরজেডির মতো বিজেপি বিরোধীরা। চাপ বাড়তে থাকে সরকারের। কাদের নিয়ে হবে কমিটি? ভেবে উঠতে পারছে না। পরিস্থিতি যা তাতে সরকার পক্ষের সাংসদদের নিয়েই ৩১ সদস্যের সংসদীয় যৌথ কমিটি তৈরি করতে হতে পারে। লোকদেখানো এইসব কমিটিতে সরকার পক্ষ তো বিরোধীদের কোনও কথাই শুনতে চায় না। তাই যে মোদি-শাহ গণতন্ত্রকে গলা টিপে মারছেন, তাঁদের কমিটিতে কেন তৃণমূল কংগ্রেসের মতো বিজেপি বিরোধীরা যাবে? আমরা দেখতে চাই কাদের নিয়ে কমিটি গড়েন ওম বিড়লা।

—অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়,
সন্তোষপুর, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

‘আপনি আচরি ধর্ম শিখাও অপরে’

বঙ্গদেশে বহুকাল ধরে শিরোনামে উদ্ধৃত প্রবচনটি চালু আছে। এর সার কথা হল, আমাদের সমাজে, আমাদের প্রজাতন্ত্রে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁরা উপদেশ দিতে পছন্দ করেন। কিন্তু তাঁদের নিজেদের জীবন বা আচরণে সেই উপদেশ প্রতিফলিত হয়েছে কি না— সেই দিকে বিশেষ নজর দেন না। এমন ব্যক্তিরা যখন কাউকে কোনও কিছু শেখাতে চেষ্টা করেন, তখন তা গ্রহণযোগ্যতা পায় না। একজন মানুষ কেবল নিজের চর্চার মধ্য দিয়ে যদি কোনও কথা বলেন, তা হলেই কেবল সেটা মানুষের কর্ণগোচর হয় ; গুরুত্ব দিয়ে মানুষ কথাটি ভেবে দেখে। মোদির সাম্প্রতিক রাজনীতির বিপরীতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ভূমিকা সেই আপ্ত বাক্যটি পুনরায় মনে করিয়ে দিল। লিখছেন **শ্রীপর্ণা রায়**

বোঝা গিয়েছিল সেদিনকেই যেদিন মোদিজি রাজধর্ম পালন না করে দলীয় রাজনীতিকে তন্মাত্র জ্ঞান করে বিবৃতি দিয়েছিলেন।

বানভাসি জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে বিজেপি নেতৃত্বের উপর যে আক্রমণ হয়েছে, এক কথায় তা নিন্দনীয়। এই অবস্থায় বঙ্গ বিজেপির পাল্টা মারের হুমকি কিংবা মহামহিমের আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার অভিযোগ তোলার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। এসব রাজনীতিতে হয়েই থাকে।

কিন্তু, ভরা দুর্যোগের মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তৃণমূল কংগ্রেস ও রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করলেন তখনই মুখোশ ছিঁড়ে প্রকাশ পেয়েছিল মুখটা। বোঝা গিয়েছিল গেরুয়া গড়ে দলের নেতাদের হেনস্তায় প্রধানমন্ত্রী বুঝেছেন, অতি-বৃষ্টিজনিত ভূমি ধসের চেয়েও উত্তরবঙ্গে দ্রুত সরছে বিজেপির পায়ের তলার মাটি। তাই বিচলিত প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি আক্রমণ।

গেরুয়া পার্টি খুব ভাল করেই জানে, ছাব্বিশের ভোটে দক্ষিণবঙ্গের দু'টি-একটি জেলায় কিছু আসন পেলেও মূল ভরসা উত্তরবঙ্গ। আর সেখানেই যদি নেতারা তাড়া খান, তাহলে ক্ষমতা দখল দূরের কথা, আসন ধরে রাখাই কঠিন।

উত্তরবঙ্গের যে দু'টি এলাকায় বিজেপি নেতৃত্ব লাঞ্ছিত হয়েছে, সেখানকার বিধায়ক এবং সাংসদ তাঁদেরই দলের। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার বিজেপির পক্ষে। তারপরেও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে সাংসদ খগেন মুর্মু এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকে উত্তেজিত লোকজন রীতিমতো তাড়া করেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকায় কোনওরকমে গাড়িতে উঠেছেন তাঁরা।

সেদিন গাড়ির লম্বা কনভয় দেখে বানভাসিরা ভিড় জমিয়ে ছিলেন। তাঁরা হয়তো ভেবেছিলেন, নেতারা বিপদের সময় পাশে দাঁড়ানোর জন্য ত্রাণ দিতে এসেছেন। কিন্তু ত্রাণসামগ্রী দেখতে না পেয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, খালি হাতে কেন? এখানে ফটো তুলতে এসেছেন?

ক্ষোভের প্রকাশ ভঙ্গি নিয়ে আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু ক্ষোভের কারণ নিয়ে আপত্তি তোলার জায়গা নেই। সাধারণত কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে ত্রাণের দাবিতে অবরোধ ও বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে। ত্রাণের গাড়ি লুটপাটের নজিরও রয়েছে বিস্তর। এখানেও তেমন একটা ঘটনাই ঘটেছে। বিজেপিকে ঘিরে তাদের অনেক প্রত্যাশা ছিল। তার জন্য বারবার ভোট দিয়ে বিজেপিকে জিতিয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি। তা নিয়ে অসন্তোষ ছিল। বন্যার সময় নেতৃত্ব ত্রাণ ছাড়াই এলাকায় যাওয়ায় বিস্ফোরণ ঘটেছে সেই ক্ষোভের।

সোজা কথায় উত্তরবঙ্গের মানুষ গত কয়েকটি নির্বাচনে বিজেপিকে নিরাশ করেনি, কিন্তু আজ যখন মহা দুর্যোগের মধ্যে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় তারা, তখন সেই কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি তাদের নিরাশ করে দিতে সম্পূর্ণ সফল। দুর্যোগের পর না তাদের তরফে

কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য পাওয়ার কোনও চেষ্টা দেখা গেল, না পাওয়া গেল তাদের বারোজন সাংসদ অথবা ষাট পঁয়ষট্টির দোলাচলে থাকা বিধায়কদের তরফে কোনও ব্যক্তিগত আর্থিক সাহায্য!

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্নিভালে উপস্থিতি নিয়ে বিজেপি ফায়দা তোলার চেষ্টা করেছিল। বুমেরাং হয়ে ফিরছে সেটা। উল্টে সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায় উঠে এসেছে পুলওয়ামায় জঙ্গিহানার দিন ডিসকভারি চ্যানেলের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও শ্যুটের প্রসঙ্গ। উঠে এসেছে পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানার পর সেখানে না গিয়ে বিহারে নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার কথাও।

নাগরাকাটার ঘটনার পর সুকান্ত মজুমদার পাল্টা মারের নিদান দিয়েছিলেন। কিন্তু, সেটা বাংলায় না হয়ে হল ত্রিপুরায়। তার কারণ পাল্টা মার দেওয়ার মতো সাংগঠনিক শক্তি বঙ্গ-বিজেপির নেই। এই পটভূমিকায় মিঠুন চক্রবর্তীকে ডায়লগ লেখার দায়িত্ব দিলে তিনি হয়তো লিখতেন, ‘মার খাব বাংলায়, মারব ত্রিপুরায়।’

সে যাই হোক, শেষ অবধি যা দেখা গেল এবং যাচ্ছে সেটা হল উত্তরবঙ্গের দুর্গত মানুষের পাশে রয়েছেন শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল সরকার এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সমগ্র তৃণমূল কংগ্রেস পরিবার।

দলীয় সাংসদ আক্রান্ত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী উদ্বিগ্ন হবেন, সেটাই স্বাভাবিক। তিনি ঘটনার নিন্দা করবেন, সেটাও প্রত্যাশিত। কিন্তু বাংলার দুর্গতদের সাহায্যের জন্য তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন না কেন? সবচেয়ে বড় কথা, প্রধানমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন পরিস্থিতি কঠিন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে যখন হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, মানুষ কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে, তখন তাদের পাশে দাঁড়ানো, আর্থিক সাহায্য করা কি প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না?

উল্টো দিকের ছবিটা দেখেও যদি শিক্ষা নেন তবে ভাল হয়।

উত্তরবঙ্গের দুর্গত মানুষের জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ব্যক্তিগতভাবে এক লক্ষ টাকা সাহায্য করে এক অনবদ্য মানবিক নজির সৃষ্টি করেছেন। বিজেপির মতো বিরোধীরা যখন উত্তরবঙ্গের বন্যাকবলিত মানুষের পাশ থেকে সরে সামাজিক বিভেদের বিষবাষ্প ছড়িয়ে রাজনৈতিক লাভ লোকসানের হিসেব কষতে ব্যাস্ত তখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজগুণে প্রমাণ করে দিলেন প্রকৃত জননেতার আসল সংজ্ঞা। সেবাশ্রয় যাঁর ধ্যানজ্ঞান তাঁর মানবিক মুখ আজ সর্বজনবিদিত। তিনি যে রাজনীতির সঙ্গে সবকিছুকে গুলিয়ে ফেলেন না, তিনি যে কখনও মানবিকতাকে রাজনীতির লাভ লোকসানের হিসেব খাতায় চড়িয়ে অঙ্ক কষেন না, তার সর্বোত্তম নজির হল তাঁর এই সাম্প্রতিক মহানুভবতা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজ তাই বাংলার মাটি ছাড়িয়ে সারা ভারতবর্ষের বুকে এক উজ্জ্বল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যুব আইকন।

বাংলার মাটিতে একদিকে আজ বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি সাম্প্রদায়িকতা ও বিভাজনের রাজনীতিতে ব্যস্ত। লক্ষ্য তাদের ছাব্বিশে বাংলার ক্ষমতা দখল আর বিপরীতে অক্লান্ত সর্বাধিনায়িকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তার সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীরব মানবসেবা, আর্তের আত্মীয় হওয়ার সর্বতোপ্রকার প্রচেষ্টা। বাংলার মানুষ খাঁটি সোনা চিনতে ভুল করে না সেটা তারা একুশে ও চব্বিশের নির্বাচনে প্রমাণ করে দিয়েছে, আগামীতেও বারবার তা প্রমাণ করে দেবে। বিজেপির ওয়াশিং মেশিনে গায়ে লেগে থাকা দুর্নীতির কালি মুছে ফেলা কোনও উগ্র সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব নয়, বাংলার সাধারণ মানুষের একান্ত আপনজন, তাদের সেবাশ্রয়ের স্রষ্টা, তাদের সুখ-দুঃখের সাথী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাদের আস্থা ও ভালবাসা চির-অটুট থাকবে— এই দেওয়াল লিখন আজ আরও স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে প্রতিদিন।

পুলিশকে দেওয়ার জন্য তালিকা তৈরিতে ব্যস্ত টালা পার্কের বাজি বিক্রেতারা

উত্তরবঙ্গের ত্রাণ তহবিলে ইমপা ও ফেডারেশন দিল ৩৩ লক্ষ

প্রতিবেদন : মানবিক উদ্যোগ নিয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গের পাশে দাঁড়াচ্ছে টলিউডের সর্বস্তরের শিল্পী-কলাকুশলী-প্রযোজক-চ্যানেল-ইমপা এবং সর্বোপরি ফেডারেশন। এর আগে নিজেদের মধ্যে একপ্রস্থ বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে আর্থিক সাহায্যের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেইমতো বুধবার টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, ফেডারেশন-সহ বাকি সকলে মিলে ২৮ লক্ষ টাকা এবং ইমপার তরফে ৫ লক্ষ ১১ হাজার টাকা অর্থাৎ মোট ৩৩ লক্ষ ১১ হাজার টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দেওয়া হচ্ছে। স্বরূপের কথায়, টেকনিশিয়ানরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেদের মজুরি থেকে ৫০০, ১০০০ এবং ২০০০ টাকা দিয়েছেন। নিলু দত্ত দিয়েছেন ১০ লক্ষ টাকা। এছাড়াও একাধিক প্রোডাকশন হাউস ও চ্যানেলের তরফে কেউ ১ লক্ষ কেউ ৫০ হাজার টাকা করে দিয়েছেন। ফেডারেশন সভাপতি ব্যক্তিগতভাবে ১৫ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য করেন। ইমপার তরফে পিয়া সেনগুপ্ত জানান, ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস উত্তরবঙ্গের বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে যে মানবিক উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে আমরা সকলেই শামিল হওয়ার অঙ্গীকার করেছিলাম। সেই অনুযায়ী আমাদের ইন্ডাস্ট্রির সকলেই তাঁদের সাধ্যমতো অনুদান দিয়েছেন। আমরা এই টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দেব। এই পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে থাকার জন্যই আমাদের এই উদ্যোগ।

■ উত্তরবঙ্গের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৩৩ লক্ষ ১১ হাজার টাকার চেক তুলে দিচ্ছেন ফেডারেশন-সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। রয়েছেন ইমপা-সহ শিল্পী ও অন্যান্য সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

নয়া ঘূর্ণাবর্ত, এখনই শীতের অনুভূতি নয়

প্রতিবেদন : ধীরে ধীরে শীতের আগমন ঘটছে বাংলায়। বর্ষা বিদায়ের পরেই ক্রমশ আবহাওয়া শুষ্ক হচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যেই ফের নিম্নচাপের চোখরাঙানি। চলতি মাসেই একটি ঘূর্ণিঝড় তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়াবিদেরা জানাচ্ছেন, পরবর্তী ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য তারিখ ২৭ অক্টোবর হতে পারে। এর মধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মান্যক সংস্থা ওয়েদার ফরকাস্টিং সিস্টেম জানিয়েছে, ২৫ অক্টোবর ভোর ৩টেয় দক্ষিণ আন্দামান সাগরের ইন্দিরা পয়েন্টের কাছে বঙ্গোপসাগরে একটি অতি-শক্তিশালী নিম্নচাপ তৈরি হবে। এরপর সেটির তামিলনাড়ু উপকূল থেকে বঙ্গোপসাগর বরাবর অন্ধ্র ও ওড়িশার উপকূল, অর্থাৎ গোপালপুরের কাছাকাছি ল্যান্ডফল হতে পারে।

তবে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হলেও বাংলায় আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। মূলত পরিষ্কার আকাশ। কোথাও কিছুক্ষণের জন্য আংশিক মেঘলা আকাশ হতে পারে। আগামী দু'দিনের মধ্যে সারাদেশ থেকেই বর্ষা বিদায় নেবে। পুবালি ও দক্ষিণ-পুবের বাতাস প্রভাব বিস্তার করবে দক্ষিণ ভারতের উপর। শুরু হবে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাব। এদিকে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন ঝাড়খণ্ড এলাকায় রয়েছে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত।

বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় তাপমাত্রার খুব বেশি হেরফের হবে না। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি দিনের বেলায় সামান্য থাকতে পারে। বাতাসে ক্রমশ কমবে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। জলীয় বাষ্পের কারণে রাতে শিশির, সকালে হালকা কুয়াশা দেখা দেবে। দক্ষিণ-পশ্চিম বাতাস ও উত্তর-পশ্চিমের বাতাসের সংস্পর্শে খুব সকালের দিকে কোথাও কোথাও কুয়াশা বা ধোঁয়াশার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তবে জলীয় বাষ্পের প্রভাব থাকায় শীতের শিরশিরানি অনুভূত হবে না এখনই।

■ বিধাননগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজয়া সম্মিলনী। রয়েছেন মন্ত্রী সুজিত বসু, সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার, মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী-সহ পুর প্রতিনিধিরা। বুধবার শ্রীভূমিতে।

■ হাওড়া সদরের দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনীতে মন্ত্রী পুলক রায়।

■ বেহালা পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী। বুধবার শরৎ সদনে এই অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক দেবাশিস কুমার-সহ অন্যরা।

বিধানসভা থেকে পর্যবেক্ষক দল পাঠানোর প্রস্তাব

প্রতিবেদন : প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য বিধানসভা থেকে একটি পর্যবেক্ষক দল পাঠানোর প্রস্তাব উঠল। বুধবার বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক ও পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান সুমন কাঞ্জিলাল এই প্রস্তাব দিয়েছেন।

সুমন কাঞ্জিলাল বুধবার অধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানান, ভুটান থেকে নেমে আসা নদীর জলের সঙ্গেই প্রচুর ডলোমাইট প্রবাহিত হয়ে এসেছে, যার ফলে উত্তরবঙ্গে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সম্প্রতি অভিযোগ করেছিলেন, ভুটান থেকে নেমে আসা জলের কারণেই রাজ্যের একাধিক জেলায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে। তিনি বলেন, জলের সঙ্গে ডলোমাইট এসে ক্ষতি হয়েছে, বিশেষ করে কৃষিজমিতে। আমি বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করব। এর আগে ভারত-ভুটান নদী কমিশন গঠনের দাবিতে কেন্দ্রের কাছে এক সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল পাঠানোর প্রস্তাব উঠেছিল বিধানসভা থেকে। তবে বিজেপির সাড়া না পাওয়ায় তা কার্যকর হয়নি। এবার নতুন করে উত্তরবঙ্গের ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়নের জন্য বিধানসভা পর্যবেক্ষক দল পাঠানোর সম্ভাবনা জোরালো হচ্ছে।

কালীপুজো, দীপাবলিতে নিষিদ্ধ ফানুস শব্দবাজিতেও কড়া নজরদারি পুলিশের

প্রতিবেদন : কালীপুজো ও দীপাবলির শহরে আইনশৃঙ্খলা ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুত কলকাতা পুলিশ। বুধবার আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে শহরের সব কালীপুজো কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিশেষ প্রস্তুতি বৈঠক করলেন কমিশনার মনোজ ভার্মা। বৈঠকে পুলিশের তরফে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও পুলিশ অনুমোদিত সবুজবাজি প্রস্তুতকারকদের বাজিই ফাটানো যাবে। তার বাইরে অন্য কোম্পানির সাধারণ বাজি কিংবা শব্দবাজি ফাটালে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছেন নগরপাল মনোজ ভার্মা। একইসঙ্গে, কালীপুজোর শহরে ফানুস ওড়ানোও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার সব থানার ওসি-সহ লালবাজারের উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তারা, কলকাতা পুরসভা, সিইএসসি, দমকল এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আধিকারিকেরা।

এদিনের বৈঠকে বহু কালীপুজো কমিটি ফানুস নিষিদ্ধ করার দাবি জানায়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কমিশনার জানান, ২০১৯ সালে দমকলের একটি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ফানুস ওড়ানোর উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সেই নির্দেশেই পুনরায় কার্যকর করা হয়েছে। সমস্ত থানাকে বিশেষ নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শহরের সমস্ত বহুতল ও বড় আবাসনেও নজরদারি চলবে। নিয়ম ভাঙলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কমিশনার ভার্মার কথায়, এ-বছরও শহরে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কালীপুজো হবে। বিসর্জনের দিন ধার্য হয়েছে ২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর। যেভাবে দুর্গাপুজো নির্বিঘ্নে কেটেছে, তেমনভাবেই সকলের সহযোগিতায় কালীপুজো এবং দীপাবলিও শান্তিপূর্ণভাবে কাটবে বলে আমরা আশাবাদী।

■ বুধবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে নিরাপত্তা ও শব্দদূষণ নিয়ে শহরের কালীপুজো কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠকে নগরপাল মনোজ ভার্মা।

উপাচার্য জট, পরবর্তী শুনানি ১০ নভেম্বর

প্রতিবেদন : রাজ্যপালের গড়িমসির কারণে এখনও আটকে উপাচার্য নিয়োগ জট। রাজ্যের বাকি ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য নিয়োগ জট কাটাতে হবে আলোচনার মাধ্যমেই। বুধবার আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের প্রতিনিধি অ্যাটর্নি জেনারেলকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। এদিন শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে রাজ্যের তরফে আইনজীবী জয়দীপ গুপ্ত জানান, দিল্লিতে অ্যাটর্নি জেনারেলের বাসভবনে বৈঠকে এই নিয়ে আলোচনায় কোনও ঐকমত্য হয়নি। আচার্যর প্রতিনিধি রাজ্যকে জানাননি কেন রাজ্যের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। বিচারপতি সূর্যকান্ত জানিয়ে দেন, দু পক্ষকেই তাদের আপত্তির কারণ লিখিতভাবে জানাতে হবে সুপ্রিম কোর্টকে। দেওয়ালির ছুটির পরে ১০ নভেম্বর হবে এই মামলার বিস্তারিত শুনানি। এমনই নির্দেশ বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ।

রাজ্য
16 October, 2025 • Thursday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বজবজ লাইনে সন্তোষপুর স্টেশনের কাছে এক যুবককে ছুরির কোপ। অভিযোগ পেয়ে গ্রেফতার এক

জোয়ারের জল রুখতে গঙ্গা ও আদিগঙ্গার সংযোগে লকগেট

প্রতিবেদন : চক গড়িয়া থেকে শুরু হয়ে ওয়াটগঞ্জের কাছে দইঘাট পর্যন্ত প্রায় ১৫ কিলোমিটার বিস্তৃত ৩০০ বছরের পুরনো টালিনালা, যা আদিগঙ্গা নামেও পরিচিত। গঙ্গায় বান এলে কিংবা জোয়ারের সময় গঙ্গা থেকে প্রচুর পরিমাণে পাঁকভর্তি জল এই টালিনালায় ঢোকে। আদিগঙ্গা উপচে জল ঢুকে পড়ে কালীঘাট, চেতলা থেকে শুরু করে টালিনালার দুইপারের বিস্তীর্ণ এলাকায়। বর্ষাকাল ছাড়াও প্রায় সারাবছরই জলযন্ত্রণায় নাজেহাল হতে হয় বাসিন্দাদের। সেই ভোগান্তি মেটাতে এবার টালিনালায় লকগেট বানাচ্ছে কলকাতা পুরসভা। বুধবার পুরসভার মাসিক অধিবেশনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। মহানাগরিকের কথায়, দইঘাটে টালিনালা যেখানে গঙ্গায় গিয়ে পড়ছে, সেখানে একটা ব্যারেজের মতো লকগেট তৈরি করছে পুরসভা। জোয়ার কিংবা বানের সময় সেই লকগেট বন্ধ থাকবে। ফলে গঙ্গার পলি-ভর্তি জল আদিগঙ্গায় ঢুকতে পারবে না। এই প্রজেক্টে ১৩৪.৮৫ কোটি টাকা খরচ হবে। দু'বছর সময় লাগবে এই লকগেট তৈরি হতে। এই ব্যারেজ বা লকগেট তৈরি হলে আদিগঙ্গার দু-পারের বাসিন্দাদের যন্ত্রণা আর থাকবে না।

লকগেট তৈরি হলে গঙ্গার পলিভর্তি জলের স্রোতে বাঁধ দেওয়ার পাশাপাশি টালিনালার পচা দূষিত জলও বের করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, জোয়ারের সময় লকগেট বন্ধ রাখলে গঙ্গার জল ঢুকতে পারবে না। আর অন্য সময় পাম্পের মাধ্যমে পরিষ্কার জল ঢুকিয়ে আদিগঙ্গার নোংরা জল বের করে দেওয়া হবে। এইভাবে আদিগঙ্গার নোংরা কলুষিত জল পরিষ্কার হবে। প্রসঙ্গত, এর আগে ৮১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে টালিনালা সংস্কারের বিশেষ প্রজেক্টের কাজ করেছে পুরসভা। তার মধ্যে আদিগঙ্গা ড্রেজিং, দুইপারের বাসিন্দাদের জন্য বাংলার বাড়ি, সবুজায়ন ও সৌন্দর্যায়নের মতো কাজ হয়েছে। এবার জোয়ারের জল-সমস্যা মেটাতে দইঘাটে গঙ্গা ও আদিগঙ্গার সংযোগস্থলে বসছে লকগেট।

প্লাস্টিক নিয়ন্ত্রণে পুলিশের সাহায্য চাইল পুরসভা

■ পুর-অধিবেশনে প্লাস্টিক নিয়ে বক্তব্য রাখছেন অয়ন চক্রবর্তী।

প্রতিবেদন : দুর্গাপুজোর আগে রেকর্ডভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়েছিল কলকাতা। জল জমেছিল শহরের বিভিন্ন অংশে। যদিও পুরসভার নিকাশি বিভাগের কর্মীদের তৎপরতায় সেই জল ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নেমে যায়। কিন্তু রাস্তায় ড্রেন কিংবা গালিপিটগুলিতে আটকে থাকা একক-ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকবর্জ্যের জন্যই যে এই বিপত্তি হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। ২০২২ সালে দেশে ৭৫ মাইক্রনের কম ঘনত্বের একক-ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। তা সত্ত্বেও শহর কলকাতায় সিঙ্গেল-ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। তাই এবার নিয়মবিরুদ্ধভাবে প্লাস্টিকের ব্যবহারে পুলিশের সাহায্য চেয়ে পরিবেশ দফতরের কাছে দরবার করবেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বুধবার পুরসভার মাসিক অধিবেশনে বিষয়টি উত্থাপন করেন ২৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অয়ন চক্রবর্তী। এ-প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের মেয়র জানান, কলকাতায় জল জমার ৫০ শতাংশ কারণ এই প্লাস্টিক। নিয়মবিরুদ্ধভাবে প্লাস্টিকের ব্যবহারে বিক্রেতার থেকে ৫০০ এবং ক্রেতার থেকে ৫০ টাকা ফাইন নেওয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু পুরসভার কাছে পুলিশিং পাওয়ার নেই। ফাইনের জন্য পুরসভা কাউকে কেস দিতে পারে না। তাই পুলিশকে এই অনুমতি দেওয়ার জন্য আমি পরিবেশ দফতরকে চিঠি লিখে আবেদন জানাব।

টিএমসিপি-র জেলা সভাপতির তালিকা

নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদনসাপেক্ষে রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের ৩৬টি সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতিদের নাম প্রকাশ করল দল। এ ছাড়াও পাঁচজন সাধারণ সম্পাদক ও দুজন সম্পাদকের নাম প্রকাশ করা হয়েছে যাঁদের টিএমসিপি-র রাজ্য কমিটিতে রাখা হয়েছে। প্রকাশিত তালিকায় পুরোনো মুখের সঙ্গে অনেক নতুন মুখও রয়েছে। নিম্নে রইল তালিকা—

আলিপুরদুয়ার	: সইনভ চক্রবর্তী
কোচবিহার	: অনির্বাণ সরকার
জলপাইগুড়ি	: দিগন্ত রায়
দার্জিলিং পাহাড়	: দিয়স সুব্বা
দার্জিলিং সমতল	: তনয় তালুকদার
উত্তর দিনাজপুর	: রন্তু দাস
দক্ষিণ দিনাজপুর	: সৃঞ্জয় সান্যাল
মালদা	: প্রসূন রায়
মুর্শিদাবাদ (বহরমপুর)	: নাজমুল মিঞা (সানসাইন)
মুর্শিদাবাদ (জঙ্গিপুর)	: মুহম্মদ রাহুল সেখ
বীরভূম	: ঋতুপর্ণা সিংহ
পূর্ব বর্ধমান	: স্বরোজ ঘোষ
পশ্চিম বর্ধমান	: অভিনব মুখার্জি
বাঁকুড়া	: তীর্থঙ্কর কুণ্ডু
বিষ্ণুপুর	: আতাউল হক
পুরুলিয়া	: কিরীটী আচার্য
ঝাড়গ্রাম	: বিশ্বনাথ মাহাত
পূর্ব মেদিনীপুর (তমলুক)	: অনিরুদ্ধ মহাপাত্র
পূর্ব মেদিনীপুর (কাঁথি)	: শতদল বেরা
পশ্চিম মেদিনীপুর (ঘাটাল)	: অংশুমান দোলুই
পশ্চিম মেদিনীপুর (মেদিনীপুর)	: রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
হাওড়া গ্রামীণ	: হাসিবুর রহমান
হাওড়া শহর	: সৌগত হাইত
হুগলি (আরামবাগ)	: রাহুল বিশ্বাস
হুগলি (শ্রীরামপুর)	: সৌভিক মণ্ডল
নদিয়া (কৃষ্ণনগর)	: সরোজ সরকার
নদিয়া (রানাঘাট)	: আকাশ দাস
কলকাতা (উত্তর)	: দীপক সাউ
কলকাতা উত্তর (মধ্য)	: শিবাশিস ব্যানার্জি
কলকাতা দক্ষিণ	: মুহম্মদ সাব্বির আলি
উত্তর ২৪ পরগনা (বনগাঁ)	: সৌমেন সুতার
উত্তর ২৪ পরগনা (বারাসত)	: সোহম পাল
উত্তর ২৪ পরগনা (বসিরহাট)	: অভিষেক মজুমদার
উত্তর ২৪ পরগনা (দমদম বারাকপুর)	: সৌম্যদীপ ঘোষ
দক্ষিণ ২৪ পরগনা (ডায়মন্ড হারবার-যাদবপুর)	: শ্রীজিৎ ঘোষ
দক্ষিণ ২৪ পরগনা (সুন্দরবন)	: প্রীতম হালদার

রাজ্য কমিটির সংযোজিত তালিকা

সাধারণ সম্পাদক » গৌরব ঘোষ, অনিরুদ্ধ ছেত্রী, বাণীব্রত চক্রবর্তী, অনুতোষ নাগ, রাজদীপ সিং

সম্পাদক » অমরনাথ ঘোষ, সৈয়দ মিলু

কল্যাণের সাংসদ তহবিলে অ্যাম্বুলেন্স

■ অ্যাম্বুল্যান্সের উদ্বোধনে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদদাতা, কোন্নগর : নার্সিং ট্রেনিং স্কুল চালু করার পরিকল্পনা নেওয়ায় কোন্নগর পুরসভার ভূয়সী প্রশংসা করলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তাঁরই সাংসদ তহবিলের টাকায় কেনা শীততাপনিয়ন্ত্রিত অ্যাম্বুল্যান্সের উদ্বোধন করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন পুরপ্রধান স্বপন দাসও। এবার থেকে সমস্ত রোগী স্বল্পমূল্যে ২৪ ঘণ্টা এই অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা পাবেন। পরিষেবার সূচনা করে কল্যাণ বলেন, রাজ্যে তৃণমূল সরকার আসার পর থেকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অনেক নতুন মেডিক্যাল কলেজ-সহ বেশ কিছু সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হয়েছে। এই সময়ে রাজ্যে একাধিক বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজও তৈরি হয়েছে। একমাত্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ যেখানে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিমার আওতায় আছেন। সমাজের গরিব মানুষ বাম জমানায় কখনও ভাবতেই পারেনি কলকাতায় বেসরকারি নার্সিংহোমে তাঁরা চিকিৎসা করাতে পারবেন।

ধর্ষণের অভিযোগ, ধৃত ১

প্রতিবেদন : আনন্দপুরে বেসরকারি কলেজের ছাত্রীর ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত সহপাঠীকে আদালতে তোলা হলে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশি হেফাজত দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, ওই সহপাঠী তাঁকে মাদক খাইয়ে ধর্ষণ করেছে। এর ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় ওই যুবককে। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন নির্যাতিতা। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শুরু হয়েছে। ঠিক কী ঘটেছিল তা দ্রুত প্রকাশ্যে আসবে।

■ শ্যামপুকুরের বিনানী হলে বিজয়া সম্মিলনী। রয়েছেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ-সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

■ ১৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অমল চক্রবর্তীর উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী। রয়েছেন বিধায়ক সুপ্তি পাণ্ডে, কাউন্সিলর অনিন্দ্যকিশোর রাউত-সহ অন্যেরা।

■ বেলেঘাটা বিধানসভার ৩৪ নং ওয়ার্ডে কাউন্সিলর অলকানন্দা দাশের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত ছিলেন অলক দাস, রাহুল গঙ্গোপাধ্যায়, স্বরাজ নস্কর, বাবলু সাউ-সহ অন্যেরা।

অর্থ অনুমোদন

প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠক হল নবান্নে। সিসিটিভি ক্যামেরা নিয়ে আর্থিক অনুমোদন দিয়েছে নবান্ন। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহ-উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, উচ্চশিক্ষা দফতর এবং অর্থ দফতরের আধিকারিকরা। ৭০টি সিসিটিভি ক্যামেরার জন্য ৬৮.৬২ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছিল। পুরোটাই বরাদ্দ করেছে অর্থ দফতর।

গাজোলে পরপর চার লরির সঙ্ঘর্ষ। আহত এক। গাজোল থানার কদুবাড়ি ট্রাফিক সিগন্যালের কাছে ১২ নং জাতীয় সড়কে। হঠাৎ সিগন্যাল লাল হলে থেমে যায় রায়গঞ্জগামী একটি ট্রাক। পেছনে আসা তিনটি লরিও ধাক্কা মারে সেটিকে

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়লেই দলকে জানান

মেখলিগঞ্জে বিজয়া সম্মিলনীতে রাজীব

সংবাদদাতা, কোচবিহার : আড়াইশোর বেশি আসন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন। মেখলিগঞ্জ বিধানসভাতেও তৃণমূলের জয় নিশ্চিত। বুধবার মেখলিগঞ্জে বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে এসে এমনটাই জানান প্রাক্তন মন্ত্রী ও তৃণমূল নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিধানসভা কেন্দ্রের মেখলিগঞ্জ উচ্চতম মাধ্যমিক বিদ্যালয় মেখলিগঞ্জ শহর ও মেখলিগঞ্জ ব্লক তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী ছিল এদিন। ছিলেন তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী প্রমুখ। রাজীব বলেন, তৃণমূল কর্মীরা সজাগ আছেন, তবে এলাকার সাধারণ মানুষকেও সজাগ হতে হবে, যাতে একজনের নামও ভোটার তালিকা থেকে বাদ না যায়। বিজেপির উদ্দেশ্য, আপনাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে এরপরে এনআরসি করা। বিজেপিকে নিশানা করে রাজীবের আরও অভিযোগ, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। যেভাবে অসমে এরকম চক্রান্ত করা হয়েছিল। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চুপ করে বসে নেই। এই দলের নাম তৃণমূল, নেত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নেতার নাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একটা নামও যদি বাদ যায় সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূলকে জানাবেন।

■ মেখলিগঞ্জ হাইস্কুলের মাঠে বক্তা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার।

■ ক্ষতিগ্রস্ত জায়গা পরিদর্শন করছেন বিধায়ক ও আধিকারিকেরা।

বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বাঁধ পরিদর্শনে গেলেন বিধায়ক

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যায় বিপর্যস্ত বহু এলাকা। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ত্রাণ থেকে শুরু করে পুনর্গঠন কাজের মাধ্যমে দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে। তারই অংশ হিসেবে ধূপগুড়ির গধেয়ারকুঠি অঞ্চলের বগরিবাড়ি গ্রামের হোগলাপাতা এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ পরিদর্শন করেন ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়। বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন সেচ দফতরের উচ্চপদস্থ প্রকৌশলীরা, রেলের প্রকৌশলীরাও ছিলেন। তাঁরা পুরো এলাকা ঘুরে দেখেন, বাঁধের দুর্বল অংশগুলি চিহ্নিত করেন এবং দ্রুত মেরামতির পরিকল্পনা নেন। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকেও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। নির্মলচন্দ্র জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই উত্তরবঙ্গের বন্যাকবলিত প্রতিটি এলাকায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে। এই বাঁধ মেরামত হলে শুধু হোগলাপাতা নয়, আশপাশের একাধিক গ্রামের মানুষ বিপর্যয়ের হাত থেকে রেহাই পাবেন। কৃষিকাজ, যাতায়াত ও জীবিকা সব ক্ষেত্রেই এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। রাজ্য ও রেল— দুই দফতরের যৌথ উদ্যোগে বাঁধ মেরামতের কাজ দ্রুত শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রযুক্তিগত রিপোর্ট ও অনুমোদন প্রক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন। কাজ শেষ হলে উপকৃত হবেন হাজার হাজার মানুষ। স্থানীয়দের মতে, সাম্প্রতিক বন্যায় বাঁধের ক্ষতিতে ভয় ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। রাজ্য সরকারের দ্রুত তৎপরতায় এখন ফের আশার আলো দেখছেন তাঁরা।

■ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গের পাশে দাঁড়ালেন প্রতিমন্ত্রী তথা হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তজমুল হোসেন। মানবিক উদ্যোগে বুধবার তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রাণ তহবিলে এক লক্ষ টাকার চেক প্রদান করেন। কলকাতায় তৃণমূল ভবনে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির হাতে তিনি এই অনুদান তুলে দেন।

বালুরঘাটের হালদারপাড়ায় সেতুর কাজ শুরুর উদ্যোগ, বসবে পথবাতি

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : দুর্ভোগের অবসান ঘটল বালুরঘাট পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের খিদিরপুর হালদারপাড়ার মানুষজনের। সংযোগকারী মাঝারি সেতুর অভাবে বছরের পর বছর চরম ভোগান্তির শিকার ছিলেন স্থানীয়রা। অবশেষে সেই সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ায় এলাকা জুড়ে স্বস্তির হাওয়া। অভিযোগ, বর্ষার সময়ে জল জমে প্রতিবার যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। সেতুর অভাবে রোগী পরিবহণে বাধা সৃষ্টি হত, এমনকি একবার সময়মতো হাসপাতালে পৌঁছতে না পেরে একজনের মৃত্যু ঘটেছিল বলেও দাবি স্থানীয়দের। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষ বাঁশের তৈরি অস্থায়ী মাচা বানিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতেন। সেই জটিল সমস্যার সমাধানে দূতের ভূমিকায় হাজির হন বালুরঘাট পুরসভার প্রধান অশোককুমার মিত্র। সরজমিনে গিয়ে তিনি এলাকার পরিস্থিতি দেখেন, বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং আশ্বাস দেন দ্রুতই স্থায়ী সমাধানের। এলাকাবাসীর মূল দাবি ছিল— একটি স্বল্প উচ্চতার সংযোগকারী মাঝারি সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যুৎবিহীন পোলগুলিতে আলো লাগানো। পুরপ্রধান জানান, আসন্ন আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান শিবিরে এই বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তোলা হবে এবং শিগগিরই কাজ শুরু হবে। এদিন পুরপ্রধানের আকস্মিক উপস্থিতি ও তাৎক্ষণিক প্রতিশ্রুতিতে খুশি খিদিরপুর হালদারপাড়ার বাসিন্দারা। তাঁরা আশাবাদী, এবার সত্যিই দুর্ভোগ কাটতে চলেছে।

গাড়ির ধাক্কায় মৃত চিতাবাঘ

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : ফের দ্রুতগতির গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল একটি চিতাবাঘের। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন মাদারিহাট এলাকায় ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে মঙ্গলবার রাতে দ্রুতগতিতে ছুটতে থাকা গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে একটি পূর্ণবয়স্ক মাদি লেপার্ডের। খবর পেয়েই মঙ্গলবার গভীর রাতে এশিয়ান হাইওয়ের পাশের ঝোপ থেকে গুরুতর জখম ওই চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করেন জলদাপাড়া বনবিভাগের কর্মীরা। চিকিৎসার জন্য জলদাপাড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে চিতাবাঘটিকে বাঁচাতে পারেননি বন্যপ্রাণী চিকিৎসকেরা। সেটির ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। চিতাবাঘের বয়স আট বছর। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক নবিকান্ত ঝা বলেন, খুব দুঃখজনক ঘটনা। আমরা খুনি গাড়িটির খোঁজ করছি।

আবার রন্তু দাস

■ উত্তর দিনাজপুর জেলায় তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের জেলা সভাপতি পদে ফের নাম ঘোষণা হল রন্তু দাসের। বুধবার দলের পক্ষ থেকে রাজ্যের প্রতিটি জেলার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নব নির্বাচিত সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয়বারের জন্য দলের ছাত্র সংগঠনের জেলা সভাপতি হলেন রন্তু। পুনরায় জেলা সভাপতি পদে রন্তুর নাম ঘোষণার পর উচ্ছ্বসিত তাঁর অনুগামীরা।

দুর্যোগ কাটতেই সান্দাকফুর ট্রেকিং রুট খুলে দেওয়া হল

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : দুর্যোগ কেটে সেজে উঠেছে উত্তর। পাহাড়ের আবহাওয়া এখন ফুরফুরে। তাতেই খুলে গেল ট্রেকারদের সান্দাকফু রুট। ভূমিধসের কারণে ৪ অক্টোবর থেকে বন্ধ ছিল ট্রেকিং। সে ক্ষেত্রে পর্যটনপ্রেমীদের অনেকাংশ সান্দাকফু সিঙ্গালিলা ল্যান্ড রোভার অ্যাসোসিয়েশনের আওতায় থাকা সান্দাকফু ট্রেকিং পয়েন্ট থেকে বুকিং বাতিল করেছিল, ফলে বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে রাজ্য পর্যটন দফতর। বুধবার আবহাওয়া ভাল হতেই আবার সান্দাকফু রুট পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। সুকিয়াপোখরির বিডিও আরোগ্য গোয়া বলেন, এখন আবহাওয়া খুবই ভাল। তাই পর্যটকদের জন্য সান্দাকফু রুট খুলে দেওয়া হয়েছে। ট্রেকিং বন্ধ করে দেওয়ায় ৫ অক্টোবরই ৩১টি গাড়ি বোঝাই ট্রেকার ফিরে চলে যায়। ফলে গাড়িচালক ও হোমস্টে মালিকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে থাকে। তাই আবহাওয়ার ভাল হতেই খুলে দেওয়া হল সান্দাকফু ট্রেকিং পয়েন্ট। অক্টোবর মাস থেকে সান্দাকফুতে ট্রেকিংয়ের জন্য প্রচুর পর্যটক ভিড় করেন। প্রশাসন সান্দাকফুতে ট্রেকিং বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পর্যটকদের বড় অংশ পূর্ব এবং উত্তর সিকিমে ভিড় জমাতে শুরু করেছিল। সমস্ত কিছু ঠিক হয়ে ফের ছন্দ ফিরেছে উত্তর। পর্যটকদের আশায় পর্যটন দফতর।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
16 October, 2025 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

পাড়া শিবিরের অভূতপূর্ব সাফল্যের পর একই দিনে হাজার প্রকল্প শুরুর ঘোষণা

সংবাদদাতা, নদিয়া : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমার পাড়া আমার সমাধান প্রকল্পের কাজ নদিয়ায় শেষের দিকে। শিবিরে জনমতের ভিত্তিতে যে কাজগুলি করা হবে নির্ধারিত হয়েছে সেগুলির কাজ একই সঙ্গে একই দিনে ১ হাজার জায়গায় শুরু হবে আজ, শুক্রবার। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই হাজার প্রকল্পকে 'নদিয়ার সংকল্প' নামে উন্নয়ন কর্মসূচিতে যুক্ত করা হয়েছে। একই দিনে ১৮টি ব্লক ও ১১টি পুরসভায় কাজ শুরু হবে। জেলায় ১৫৮৭টি ক্যাম্পে সাড়ে ১৫ লক্ষ মানুষ অংশ নেন বলে জানিয়েছে প্রশাসন। এর ফলে বাংলায় রেকর্ড সাফল্যে পৌঁছয় নদিয়া। জেলার শিবির থেকে জনপ্রিয়তার নিরিখে ৫২৭৭টি কাজকে বেছে নেওয়া হয়েছে। জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত বুধবার কৃষ্ণনগর কালেক্টরি ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানান। সঙ্গে ছিলেন জেলা সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর ও কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। জেলাশাসক বলেন, আমার পাড়া আমার সমাধানের ৯০ শতাংশ কাজ জেলায় বিভিন্ন জায়গায় সম্পন্ন হয়েছে। বাকিগুলোও তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হবে। ১৭ অক্টোবর একই সঙ্গে ১০০০ জায়গায় যে প্রকল্পগুলি নির্বাচিত হয়েছে তার কাজ শুরু হবে। একসঙ্গে এত জায়গায় একই দিনে কাজ শুরুর ক্ষেত্রে এটিও বাংলায় একটি দৃষ্টান্ত বলে জানান তথ্যভিজ্ঞ মহল।

নদিয়া

■ সাংবাদিক সম্মেলনে নদিয়ার জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত, সাংসদ মহুয়া মৈত্র, সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর। বুধবার, কৃষ্ণনগরে।

দুর্ঘটনার পর টনক নড়ল রেলের বর্ধমানে নির্দিষ্ট আলাদা প্লাটফর্ম

সংবাদদাতা, বর্ধমান : সম্প্রতি বর্ধমান স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনার পর টনক নড়ল রেলের। স্টেশনে পর্যাপ্ত রেলপুলিশ মোতায়েনের পাশাপাশি একাধিক নিয়ম চালু হল। বর্ধমান-হাওড়া মেন লাইনের জন্য ৩ এবং কর্ডলাইন লোকালের জন্য ৪ নং প্লাটফর্ম থেকেই ট্রেন ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। পাশাপাশি বর্ধমান-আসানসোল ও বর্ধমান-রামপুরহাট লোকালের জন্য ৬ ও ৭ নং প্লাটফর্ম, বর্ধমান-কাটোয়া লোকালের জন্য ৮ নং প্লাটফর্ম নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্লাটফর্মে ওঠা-নামার জন্যেও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ফুট ব্রিজ। তবে যাত্রীদের অভিযোগ, দুর্ঘটনা ঘটলেই রেলের তৎপরতা দেখা যায়। তারপর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবং উদাসীনতা চোখে পড়ে। ফুট ওভারব্রিজ পর্যাপ্ত নয়। সংকীর্ণ সিঁড়ি ও চলমান সিঁড়িতে সকলে অভ্যস্ত নয়। ফলে ফের যে কোনও দিন দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে।

ধর্ষণে অভিযুক্ত ধৃত সহপাঠীর হয়ে দাঁড়ালেন না কোনও আইনজীবী

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : সুপ্রিম কোর্টের ধারা অনুযায়ী দুর্গাপুরে ডাক্তারি ছাত্রীর ধর্ষণে অভিযুক্ত সহপাঠীর পক্ষে দাঁড়াতে বাধ্য লিগ্যাল এইড সেলের আইনজীবী। কিন্তু চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যখন ওই সহপাঠী ও অভিযুক্ত ওয়াসিফ আলিকে এদিন দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে আদালতে তোলা হয়। দেখা যায় অভিযুক্তের পক্ষে কোনও আইনজীবীই দাঁড়াননি। তাঁদের এই অবস্থানের কারণে আদালতে সাময়িক জটিলতা তৈরি হয়। তবে শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকেল ২২(১) এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৪১ডি ধারায় অভিযুক্তের আইনি প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সাবডিভিশনাল লিগ্যাল এইড সেলের এক আইনজীবী দাঁড়ান। দুর্গাপুর মহকুমা আদালত ধৃতকে সাত দিন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

সবিতার পাশে বেলিয়াবেড়া থানার মানবিক পুলিশ

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : দীপাবলি ও ভাতৃদ্বিতীয়ার প্রাকমুহূর্তে মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গড়ল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। বেলিয়াবেড়া থানার উদ্যোগে গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের নেকড়া-মহুলি গ্রামের হৃদরোগে আক্রান্ত সবিতা দেহুরির হাতে তুলে দেওয়া হল তাদের 'সহায়' প্রকল্পে এক মাসের ওষুধ ও নতুন পোশাক। জানা যায়, কিছুদিন আগে হঠাৎই হৃদরোগে আক্রান্ত হন সবিতা। কিন্তু আর্থিক অনটনে চিকিৎসা করানো সম্ভব ছিল না পরিবারের পক্ষে। স্থানীয় কিছু ব্যক্তির সহযোগিতায় ভর্তি করা হয় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। সেখানে তাঁর হার্টে অস্ত্রোপচার হওয়ার পর থেকেই রোজ দামি ওষুধ খেতে হচ্ছে। প্রথম দিকে স্থানীয়রা ওষুধের ব্যবস্থা করলেও সম্প্রতি তা বন্ধ হয়ে গেলে চিকিৎসা প্রায় থমকে যায়। সেই সময় এগিয়ে এল বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। পুলিশের এই মানবিক পদক্ষেপে মুখে হাসি ফুটেছে সবিতা ও তাঁর পরিবারের। বেলিয়াবেড়া থানার তরফে জানানো হয়েছে, আমরা ক্ষুদ্র চেষ্টা করেছি। ভবিষ্যতে যদি কেউ সাহায্য করতে চান, সরাসরি বাড়িতে সাহায্য পাঠাতে বা থানার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

■ অপারেশনের পর সবিতাকে সাহায্য।

অটো-ট্যাঙ্কার সংঘর্ষে মৃত ২

হলদিয়া

সংবাদদাতা, হলদিয়া : বুধবার সকালে হলদিয়ার রানিচক ফ্লাইওভার সংলগ্ন রাস্তায় তেলের ট্যাঙ্কার ও অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল দুই অটোযাত্রী নন্দীগ্রামের গাংড়ার বাসিন্দা রঞ্জনা প্রামানিক (৪৫) ও হলদিয়ার টাউনশিপের বিষ্ণুরাম চকের সুরেশ মণ্ডল (৫৯)। অটো এবং তেলের ট্যাঙ্কার দুটিই বেপরোয়া গতিতে ছুটছিল। অটোটি দুর্গাচক থেকে টাউনশিপের দিকে যাচ্ছিল এবং তেলের ট্যাঙ্কারটি দুর্গাচকে যাওয়ার জন্য ফ্লাইওভার থেকে রাজ্য সড়কে নামছিল। সেই সময় সংঘর্ষ হয়। আহতদের হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে দুজনকে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। বাকি ৫ জনকে তাম্রলিপ্ত মেডিক্যালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘাতক ট্যাঙ্কারটি আটক করা হয়েছে বলে জানান হলদিয়া থানার আইসি রাজর্ষি দত্ত।

উত্তরের বন্যাদুর্গতদের পাশে ঝাড়গ্রামের টিম অভিষেক

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : একরাতের অতিবৃষ্টিতে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত হয় উত্তরবঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দল থেকে প্রশাসন। ত্রাণশিবির, কমিউনিটি কিচেন থেকে শুরু করে সবরকম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতিদিনই প্রশাসনের তরফে দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বন্যাকবলিত এলাকায় পৌঁছে যাচ্ছে ত্রাণসামগ্রী। এবার জঙ্গলমহল থেকে পাশে দাঁড়াতে হাজির হল ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল সম্পাদক সুমন সাউয়ের নেতৃত্বে 'টিম অভিষেক ঝাড়গ্রাম'। এলাকার দুর্গত ৫০টি পরিবারের পাশে সাধ্যমতো শুকনো খাবার থেকে বেশ কিছু ত্রাণসামগ্রী নিয়ে হাজির হন তাঁরা। সুমন জানান, আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ফুল টিমকে উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে পাশে থাকার চেষ্টা করছেন। আমাদেরও দায়িত্ব অসহায় পরিবারগুলির পাশে থাকা।

■ ত্রাণ নিয়ে উত্তরের দুর্গতদের পাশে সুমন সাউয়ের নেতৃত্বে টিম অভিষেক ঝাড়গ্রাম।

বর্ধমান মেডিক্যালে শিশু চুরি, গ্রেফতার ২

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমান মেডিক্যাল থেকে চুরি যাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ১৮ দিনের শিশুপুত্রকে উদ্ধার করল পুলিশ। মঙ্গলবার মা, বাবা ও দিদিমাকে ভুল বুঝিয়ে হাসপাতালের আউটডোর থেকে শিশুপুত্রকে নিয়ে পালায় এক যুবতী বলে অভিযোগ ওঠার পর পুলিশ গ্রেফতার করে রিংকি খাতুন ও তার মা মিনিরা বিবিকে। হাসপাতাল থেকে শিশুপুত্রকে নিয়ে রিংকি যায় বাপের বাড়ি কৃষ্ণপুরে। সেখানেই রিংকি ও তার মা গ্রেফতার হয়। সিসিটিভি ফুটেজ ও স্থানীয়দের সাহায্যে পুলিশ জানতে পারে শিশুটি কৃষ্ণপুরে আছে। পুলিশকে রিংকি নিজের সদ্যোজাত সন্তান বলে দাবি করে শিশুটিকে। তবে বর্ধমান মেডিক্যালের চিকিৎসকেরা রিংকিকে পরীক্ষা করে জানান, এক মাসের মধ্যে সে কোনও সন্তান প্রসব করেনি। তারপরেই গ্রেফতার।

মেডিক্যালে ৪৭৪ আসন বৃদ্ধি বাংলায়

প্রতিবেদন: ডাক্তারি পড়ুয়াদের জন্য খুশির খবর। বাংলায় বাড়ল এমবিবিএস-এর আসনসংখ্যা। সার্বিকভাবে মোট ৪৭৪টি আসন বাড়ানো হল বাংলার মেডিক্যাল কলেজগুলিতে। এতদিন যেখানে এমবিবিএস-এর আসনসংখ্যা ছিল ৫৭০০, এবার তা বেড়ে হল ৬১৭৪। তবে কলকাতার আরজি কর, এনআরএস, এসএসকেএম কিংবা কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে আসনসংখ্যা একই থাকছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে জেলার মেডিক্যাল কলেজগুলির আসনসংখ্যা। যদিও শুধু বাংলা নয়, গোটা দেশেই মেডিক্যালে ৯ হাজার আসন বেড়েছে।

আইসিডিএস কেন্দ্রের চাল চুরি, ধৃত চক্রের ২

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : পিকআপ ভ্যান কিনে বিভিন্ন আইসিডিএস কেন্দ্রে হানা দিয়ে মজুত চাল চুরির চক্র ফেঁদেছিল হুগলির দুই দুষ্কৃতী। সকলের চোখের আড়ালেই দিব্যি চলছিল চুরির কাজ। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। সম্প্রতি বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার ডেওপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চাল চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে চক্রের ২ পান্ডাকে হুগলি থেকে গ্রেফতার করে কোতুলপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, ১১ অক্টোবর রাতে কোতুলপুরে ডেওপাড়া আইসিডিএস কেন্দ্রে কয়েক বস্তা চাল ও তেল চুরি হয়। কোতুলপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন কেন্দ্রের আইসিডিএস কর্মী রবিবানি পণ্ডিত। তদন্তে নেমে আরামবাগের তারালি থেকে সুব্রত খান ও সিঙ্গুরের যমপুকুর থেকে অরিজিৎ ধাড়াকে গ্রেফতার করে।

দিঘার হোটেলে আগুন

সংবাদদাতা, দিঘা : বুধবার দুপুরে নিউ দিঘার একটি বেসরকারি হোটেলে দোতলার একটি ঘরে এসি থেকে আগুন বেরোতে দেখেন কর্মীরা। মুহূর্তে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। পর্যটকদের নিচে নামিয়ে আনা হয়। রামনগর থেকে দমকল এসে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে ঘটতে পারে। তদন্ত হচ্ছে, জানান দিঘা থানার ওসি অমিত প্রামাণিক।

জয়পুরের কুচিয়াকোলে ধান-কাটা যন্ত্রে গুরুতর জখম হয়ে বিষ্ণুপুর হাসপাতালে ভর্তি ৬ বছরের সার্থক মহাদণ্ড। পরিবারের সঙ্গে জমিতে গিয়ে ধান-কাটা যন্ত্রের পিছনে ঘুরতে শুরু করার সময় একটি চাকা শরীরের উপর দিয়ে চলে যায়

দলের নেত্রীকে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করার ডাক অনুব্রতর

সংবাদদাতা, বীরভূম : বুধবার বীরভূমের মহম্মদবাজার তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী করার ডাক দিলেন রাজ্য গ্রামোন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষের জন্য সারা বছর কাজ করেন। মানুষ কীভাবে ভাল থাকবে তা নিয়ে তিনি সর্বদা চিন্তা করেন। ৯৪টা জনমুখী প্রকল্পের সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যাতে বাংলার মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সব রকম সুবিধা ভোগ করতে পারেন। দুর্দিনে মানুষের পাশে থাকেন তিনি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে যাঁরা তাঁর পাশে থাকবেন না তাঁরা হবেন বেইমান। আমরা প্রাণ দেব কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বেইমানি করব না। উনি না থাকলে বাংলার মানুষ ৩৪ বছরের বামেদের খুনের শাসন থেকে মুক্ত হতে পারত না। আগামী বছর দিদির নির্বাচন। মান-অভিমান দূরে রেখে আমাদের সকলকে একসঙ্গে লড়তে হবে। সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এসআইআর নিয়ে যা বলেছেন কাজে করে দেখাবেন। ভারতবর্ষে একমাত্র বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যেমন প্রতিশ্রুতি দেন তেমন পালনও করেন।

■ মহম্মদবাজারে বিজয়ামঞ্চে অনুব্রত মণ্ডল ও শতাব্দী রায়।

বই পড়ে, পথে নেমে আন্দোলন করো

যুবদের নির্দেশ মন্ত্রী মানসের

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : যে পার্টি কর সেই পার্টির মা এবং মাটিকে আগে চিনতে শেখ। বই পড়, তারপর পথে নাম। মেদিনীপুর সম্বন্ধে আগে ভাল করে জান, তারপর রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে শেখ। মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীতে এসে এভাবেই যুবদের নির্দেশ দিলেন মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া। পাশাপাশি তিনি মেদিনীপুর শহরের অদূরে অবস্থিত রানি শিরোমণিগড় কী জন্য খ্যাত তাও যুবকর্মীদের জানিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য, শিক্ষামন্ত্রীকে বলেছি এই বিষয়টি সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। আগামী দিনে ইনডোর নয় আউটডোরে মিটিং করতে হবে যুব তৃণমূল কর্মীদের। তুলে ধরতে হবে বিগত দিনে বাম সরকার কী ধরনের অত্যাচার করেছে এইসব এলাকায়। রাজ্য সরকারকে যে অর্থ বরাদ্দ করার কথা তা যে করছে না কেন্দ্রীয় সরকার, সেটিও উল্লেখ করেন তিনি। এদিন এই অনুষ্ঠানে কার্যত যুব তৃণমূল কর্মীদের ক্লাস নিলেন মন্ত্রী। অন্যদিকে মেদিনীপুর সাংগঠনিক যুব তৃণমূল সভাপতি নির্মাল্য চক্রবর্তী জানান, মন্ত্রী তথা মেদিনীপুরের অভিভাবক মানসরঞ্জন ভুঁইয়ার বক্তব্যকে পাথেয় করে আগামী দিনে মেদিনীপুরের ইতিহাস জেনে, তৃণমূল যুবকর্মীরা পথে নেমে আন্দোলন করবেন। দলের নির্দেশ মেনে ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে যুব তৃণমূল কর্মীরা মানুষের কাছে গিয়ে দলের উন্নয়নের কথা বলবেন।

■ মেদিনীপুরে দলের যুবদের উদ্দেশে মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া।

জেলায় জেলায় তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীতে কর্মীদের ভিড়, যোগদান, হাজির নেতারা

■ দুর্গাপুর ফরিদপুর ও পাণ্ডবেশ্বর ব্লকে বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিধায়ক হরেরাম সিং, বিধায়ক নায়ক সোহম চক্রবর্তী-সহ নেতৃত্ব।

■ রামনগর ২ ব্লকে প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিধায়ক অখিল গিরি-সহ নেতৃত্ব।

■ তমলুকের জনজোয়ারে বক্তব্য পেশ করছেন যুবনেতা সুদীপ রাহা।

■ মহিষাদলে বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী ও সুকুমার দে, সুজিত রায়, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবানী কুণ্ডু, প্রসেনজিৎ দে, শিউলি দাস, সুদর্শন মাইতি।

■ পিংলার ১ নং কুশুমদার বিজয়ার প্রস্তুতিসভায় তৃণমূলে যোগ বিজেপির তিন নেতা ও কর্মীর হাতে পতাকা দিচ্ছেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি সেখ সবেরাতি।

■ মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকে সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, সাংসদ বাপি হালদার, বিধায়ক নমিতা সাহা, ব্লক সভাপতি সেলিম লস্কর প্রমুখ।

নিজেরা আলো না দেখলেও বাড়ি-বাড়ি আলো জ্বালান শ্যামল, মঞ্জু, আশিকেরা

তুহিনশুভ্র আগুয়ান ● হলদিয়া

মঙ্গলদীপ জ্বেলে, অন্ধকারের দু'চোখে আলোয় ভরো প্রভু। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা এই গানই যেন ওঁদের জীবনের সার কথা। অন্ধকারের মাঝেই ওঁরা খুঁজে বেড়ান আলোর উৎস। উপলব্ধি থেকে আনন্দ এবং আনন্দ থেকে অন্ধকারের মাঝে ওঁরা খুঁজে পান আলোর ধারা। দীপাবলিতে ওঁদেরই হাতে তৈরি মোমবাতিতে আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে গ্রাম থেকে শহর। হলদিয়ার রামপুর বিবেকানন্দ মিশন আশ্রমের দৃষ্টিহীন আবাসিকেরা রাতদিন এক করে তাই মোমবাতি গড়ার কাজ করে চলেছেন। নিজেদের জীবনে আলোর অস্তিত্ব না থাকলেও আলোর উৎসবে আলোর ঝর্ণা বইয়ে দিতে সকাল থেকে রাত মোমবাতি তৈরিতে ব্যস্ত শ্যামল, কার্তিক, মঞ্জু, আশিকরা। ওঁদের হাতে তৈরি মোমবাতির চাহিদা গোটা জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। তাই দীপাবলির আগে নাওয়া-খাওয়া ভুলে মোমবাতি তৈরিতে ব্যস্ত ১১জন দৃষ্টিহীন আবাসিক। ইতিমধ্যে ১৫০ ব্যাগ অর্থাৎ প্রায় ৭৫ কুইন্টাল মোমবাতি তৈরি হয়ে গিয়েছে। টার্গেট ৮০ কুইন্টাল। মোমবাতি তৈরির জন্য দু'বছর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এরপর তাঁদের দিয়েই মোমবাতি তৈরি করানো হয়। বিনিময়ে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হচ্ছেন দৃষ্টিহীনরা। আসন্ন ভোটেও এই মোমবাতি বিভিন্ন কেন্দ্রে বিতরণ করা হবে। প্রতি কেজি মোমবাতি তৈরিতে খরচ প্রায় ২০০ টাকা। বাজারে বিক্রি করা হয় ২৬০ টাকা কেজি দরে। এবার ৭টি বিভিন্ন সাইজের মোমবাতি তৈরি করা হচ্ছে। প্রশিক্ষক প্রভাস প্রামানিক বলেন, প্রথমে প্যারাফিন ওয়াক্স একটি ডেকচিতে ২৫০০ ভোল্টে গলানো হয়। তার পর বিভিন্ন সাইজের ডাইসে ঢেলে মোমবাতি তৈরি হয়। প্রথমে আমরা বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিই এবং তারপর নিজেরাই মোমবাতি তৈরি করে। বিনিময়ে ওরা আর্থিক স্বনির্ভর হতে পারে। উল্লেখ্য, বিবেকানন্দ মিশন আশ্রমের এই দৃষ্টিহীনরা মোমবাতি তৈরির পাশাপাশি সারা বছর খাতা, ফাইল, গুঁড়ো মশলা, ডাস্টার-সহ বিভিন্ন জিনিস তৈরি করেন। বাজারে সেগুলোর চাহিদাও ব্যাপক। এরই মাঝে দীপাবলিতে তাদের হাতের মোমবাতি ব্যাপক সাড়া ফেলেছে জেলায়। শ্যামল, কার্তিক, মঞ্জু, আশিকরা বলেন, আমাদের হাতের তৈরি মোমবাতি যে আলোর উৎস হতে পারে তা ভেবেই আমরা উৎফুল্ল হই।

■ বিবেকানন্দ মিশন আশ্রমের দৃষ্টিহীন আবাসিকেরা ব্যস্ত মোমবাতি তৈরিতে।

মুখ্যমন্ত্রীই বাংলার মানুষের আশা

গাজোলে বিজয়া সম্মিলনীতে পাঠান

সংবাদদাতা, মালদহ : গাজোলের বিজয়া সম্মিলনী মঞ্চে তৃণমূলের জয়ধ্বনি তুললেন রাজ্যসভার সাংসদ ও প্রাক্তন ক্রিকেট তারকা ইউসুফ পাঠান। বুধবারের অনুষ্ঠানে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, ২০২৬-এ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আবারও হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুধু উন্নয়নের প্রতীক নন, তিনি বাংলার মানুষের আশার আলো। ইউসুফ পাঠান মহিলাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রকল্প লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, রূপশ্রী, কন্যাশ্রী-র বিশেষ প্রশংসা করেন। তাঁর মতে, এই প্রকল্পগুলিই বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে মজবুত করেছে। অনুষ্ঠানে ছিলেন মালদহ জেলা তৃণমূল সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি, চেয়ারম্যান

■ মঞ্চে ইউসুফ পাঠান, আবদুর রহিম বক্সি, চৈতালী ঘোষ সরকার, প্রসেনজিৎ দাস প্রমুখ।

চৈতালী ঘোষ সরকার, যুব তৃণমূল সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস, গাজোল ব্লক সভাপতি রাজকুমার সরকার প্রমুখ। মঞ্চে ১০৪টি দুর্গাপুজো কমিটির হাতে শারদ সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। শেষে তৃণমূল নেতৃত্ব বিজেপির বিরুদ্ধে বিভাজনের রাজনীতি করার অভিযোগ তোলেন এবং বলেন, মানুষ এখন ঐক্যের রাজনীতি চায়, ঘৃণার নয়। বিজয়া সম্মিলনীর আবহে ইউসুফ পাঠানের উচ্ছ্বসিত বার্তা যেন গাজোলের আকাশে নতুন রাজনৈতিক সুর তুলল 'মমতার হাতেই সুরক্ষিত বাংলা।'

ইমামদের মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা পাঠাচ্ছে রতুয়া-২ ব্লক

সংবাদদাতা, মালদহ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে বুধবার মালদার রতুয়া-২ ব্লকের মানিক ঝা ভবনে হল এক বিশেষ সচেতনতামূলক সভা। উপস্থিত ছিলেন রতুয়া-২ ব্লকের বিডিও শেখর শেরপা ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। ব্লকের বিভিন্ন মসজিদের ইমামদের সঙ্গে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমাজকল্যাণ, সংখ্যালঘু উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। প্রশাসনের বক্তব্য, ইমামরা মানুষের কাছে নৈতিক বার্তা পৌঁছে দেন তাই তাঁদের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ও সামাজিক সচেতনতার বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে আরও কার্যকরভাবে পৌঁছনো সম্ভব।

সভায় উপস্থিত ইমামরা সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, ধর্মীয় দায়িত্বের পাশাপাশি সমাজকল্যাণমূলক কাজে তাঁরা সক্রিয় ভূমিকা রাখতে আগ্রহী। প্রশাসনের এমন উদ্যোগ এলাকায় প্রশংসিত হয়েছে।

■ ডায়মন্ড হারবার ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে ছিলেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। ছিলেন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার পর্যবেক্ষক শামিম আহমেদ, ব্লক সভাপতি অরুময় গায়েন, সৌমেন তরফদার, পুষ্পেন্দু মণ্ডল, মনমোহিনী বিশ্বাস, মইদুল ইসলাম, সন্দীপ সরকার প্রমুখ।

■ নতুন সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র। মেদিনীপুর পুরসভার উদ্যোগে ১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত হবিবপুর এলাকায় নতুন সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধনে বুধবার উপস্থিত পুরপ্রধান সৌমেন খান, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সৌম্যশংকর সারেঙ্গী, ওয়ার্ড কাউন্সিলর অণিমা সাহা প্রমুখ

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিল ৩৬ পরিবার

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : আলিপুরদুয়ার জেলায় বিজেপিতে ভাঙন অব্যাহত। বিগত উপনির্বাচনে মাদারিহাট বিধানসভা আসনটি বিজেপির থেকে ২৮ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতে নেয় তৃণমূল। এরপর থেকেই মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকে বিজেপিতে ভাঙন চলছেই। মঙ্গলবার রাতে ধুমচিপাড়া চা-বাগানের ১৪/৫৩ বুথের বিজেপি পঞ্চায়েত নিশু কালদুনা তৃণমূলে যোগদান করেন। তাঁর সঙ্গে ওই এলাকার আরও বিজেপির সমর্থক ৩৬টি পরিবারও তৃণমূলে যোগ দেয়। ওই যোগদান অনুষ্ঠানে নবাগত পঞ্চায়েত ও সমর্থকদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন মাদারিহাট বিধানসভার বিধায়ক জয়প্রকাশ টপ্পো ও মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লক তৃণমূল সভাপতি বিশাল গুরুং।

ডাইন অপরাধে একঘরে জরিমানা, পুলিশি তদন্ত

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : ডাইন অপবাদে গত প্রায় এক সপ্তাহ একঘরে পরিবার। এমনকি প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ইতিমধ্যেই ওই ডাইন অপবাদ ঘোচাতে, জমি বন্ধক দিয়ে প্রায় ২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা মেটাতে হয়েছে ওই পরিবারকে। জানগুরুর নিদানে

গলায় হাঁসুয়া ঠেকিয়ে দুই দফায় ওই টাকা আদায় করেছে করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বালুরঘাট থানায় আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে ওই পরিবারের পক্ষ থেকে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোহিনী এলাকার।

অভিযোগ গ্রামেরই সুনীল কিস্কু ডাইন। তাঁর কুদৃষ্টিতে নাকি গ্রামের বেশ কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এই নিয়ে গ্রামে সালিশি সভা বসিয়ে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করে। গতকাল বালুরঘাট থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে এই বিষয়ে। ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে হাজির কৃষি দফতর

আর্থিকা দত্ত ● জলপাইগুড়ি

পাহাড়ি জল ও টানা বৃষ্টিতে জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত। বন্যার জল নামলেও জমিতে পড়ে থাকা পলিমাটি ও অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে নষ্ট হয়েছে ফসল। তা চাষের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের পাশে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কৃষি দফতরের উদ্যোগে শুরু হয়েছে ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত পর্যালোচনা। যেসব কৃষকের ফসল ও কৃষিজমি নষ্ট হয়েছে, তাঁদের আর্থিক

সহায়তা করা হবে 'বাংলা শস্যবিমা' প্রকল্পের আওতায়। পাশাপাশি, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনরায় স্বাবলম্বী করতে জেলা কৃষি দফতর দ্রুত সয়েল টেস্ট সম্পন্ন করেছে। জমির উপযোগিতা বিবেচনা করে ভুট্টাচাষে উৎসাহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। এই প্রকল্পে সরকার কৃষকদের বিনামূল্যে বা ভর্তুকি দিয়ে দেবে উন্নতমানের ভুট্টার বীজ, চারা, গাছের যত্ন এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ফসল তোলার প্রশিক্ষণ। ফসল তোলার পর উৎপাদিত ভুট্টা কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি সংস্থার মাধ্যমে সরাসরি কেনাও হবে। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী সব সময় কৃষকদের পাশে আছেন। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্গঠনে যা যা প্রয়োজন, করছে রাজ্য।

ষাঁড়ের গুঁতোয়

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ধূপগুড়ি থানা রোড এলাকায় আচমকা এক ষাঁড়ের গুঁতোয় উল্টে যায় দোকানের গরম তেলের কড়াই। গুরুতরভাবে ঝলসে যান মউরিদিন (৬৫) ও আলিজান বেগম (৬০) নামে এক দম্পতি। মানতাপাড়ার বাসিন্দা। ধূপগুড়ি পুরসভা জানিয়েছে, দোকানের মালিক আহতদের চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ঘটনার পর শহরের ফুটপাত দখল করে খোলা আগুনে রান্না বা গরম তেলে ভাজার মতো বিপজ্জনক কাজের উপর নজরদারি আরও বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে পুরসভা কর্তৃপক্ষ।

বিকৃত অপপ্রচার

প্রতিবেদন : ফের বিকৃত অপপ্রচারের খেলায় বিজেপি। মঙ্গলবার বরানগর তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীতে বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলা কথাকে বিকৃত করে বুধবার একটি নামী বাংলা সংবাদমাধ্যমের লোগো লাগিয়ে অশ্লীল অপপ্রচার করা হয়। এর প্রতিবাদে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বিধায়ক। সন্ধ্যায় বরানগর থানায় অভিযোগ জানিয়ে সায়ন্তিকা জানান, এই নোংরা অসভ্যতা বিজেপির আইটি সেলের কাজ। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। যতটুকু খবর পেয়েছি, মেদিনীপুর থেকে পোস্টটি শেয়ার করা হয়েছে।

রোগ সারানোর নামে এক নাবালিকাকে যৌনহেনস্থা করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হল এক স্বঘোষিত ধর্মগুরুকে। তেলেঙ্গানার আদিলাবাদের ঘটনা। এদিকে, মহারাষ্ট্রেও এক ছাত্রীকে যৌনহেনস্থার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে গুরুকুল সংগঠনের প্রধান কোকারে মহারাজ

দায় এড়াতে আসল ঘটনা চেপে দিতে চেয়েছিল কর্তৃপক্ষ

গণধর্ষণই হয়েছে দিল্লির বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে, স্পষ্ট নির্যাতিতার বয়ানেই

নয়াদিল্লি: দিল্লির বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আসলে ধর্ষণই করা হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রীকে। পুরো বিষয়টি চেপে যেতে চেয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় ও হস্টেল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু নির্যাতিতার বয়ানেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে পুরো বিষয়টা। বেরিয়ে পড়েছে আসল ঘটনা। চাপে পড়ে শেষপর্যন্ত গণধর্ষণের মামলা দায়ের করতে বাধ্য হল পুলিশ।

তফাতটা এখানেই। দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়ার ধর্ষণের ঘটনায় অত্যন্ত দ্রুত কড়া পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার। তবুও এই ঘটনা নিয়ে একের পর এক মিথ্যাচার করে চলেছে বিজেপি, জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াতে চাইছে নির্লজ্জভাবে। অথচ ঠিক তখনই তাদের নিজেদের শাসিত দিল্লিতে সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্তদের এখনও চিহ্নিতই করতে পারল না পুলিশ— গ্রেফতার তো দূরের কথা! অমিত শাহর গেরুয়া পুলিশের এই চূড়ান্ত অপদার্থতায় ক্ষোভে ফুঁসছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। প্রশ্ন উঠেছে, অপরাধীদের কি আড়াল করার চেষ্টা করছে বিজেপির প্রশাসন? তুমুল জনরোষের মুখে পুলিশ শুধুমাত্র জানিয়েছে, ১৮ বছর বয়সি নির্যাতিতা ওই বিটেক ছাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়

ক্যাম্পাসের ৪ অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে গণধর্ষণের মামলা দায়ের করা হয়েছে। একইসঙ্গে ক্রমাগত ব্ল্যাকমেল, বিকৃত ছবি, হুমকি এবং জোর করে গর্ভপাতের পিল খাওয়ানোরও অভিযোগের ভিত্তিতেও দায়ের করা হয়েছে মামলা।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হল, রবিবার সন্ধ্যায় এই ন্যক্কারজনক ঘটনার পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অদ্ভুত উদাসীনতা এবং নির্যাতিতার ছাত্রীর সঙ্গে অসহযোগিতা। এখানেই শেষ নয়, ঘটনার কথা বলতে গেলে উল্টে দায়ী করে নির্যাতিতা ছাত্রীকেই এবং নির্বিকারভাবে বলে স্নান করে পোশাক পাল্টে নিতে। রহস্যজনক কারণে অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেও বারণ করা হয় তাঁকে। এফআইআরে ওই ছাত্রী যে অভিযোগ এনেছেন তা সত্যিই গভীর উদ্বেগের। রবিবার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যৌননির্যাতন এবং গণধর্ষণের ঘটনার ২-৩ দিন আগে অজানা অ্যাড্রেস থেকে তাঁর কাছে হুমকি মেল এসেছিল। ময়দানগড়ি ক্যাম্পাসের মধ্যে গেস্ট হাউসের কাছে শনিবার রাত ১১টা ২৭ মিনিটে ছাত্রীটিকে দেখা করতে বলা হয়েছিল। ছাত্রীটি অবশ্য সেখানে যাননি। পরের দিনই নির্যাতিতার কাছে আসে আরও একটি মেল। অত্যন্ত অশ্লীল ভাষায় তাঁকে হস্টেল ব্লকের বাইরে বেরিয়ে আসতে বলে। এখানেই শেষ নয়, রবিবার হোয়াটস অ্যাপ এবং টেলিগ্রামে পাঠানো হয় তাঁর বিকৃত ছবি। হুমকি দেওয়া হয় ৩ নম্বর গেটের কাছে না এলে ছড়িয়ে দেওয়া হবে ছবিগুলো।

ঠিক কী ঘটেছিল রবিবার সন্ধ্যায়? নির্মাণকাজের জায়গায় বসেছিল অভিযুক্ত নিরাপত্তারক্ষী। সে প্রথমে ডেকে আনে এক মধ্যবয়স্ক মানুষকে। তারপরে আসে তুলনামূলক কমবয়সের আরও দু-জন। তারপর ৪ জন মিলে তাঁকে জোর করে নিয়ে যায় কনভোকেশন সেন্টারের কাছে একটি ফাঁকা ঘরে। শ্লীলতাহানি, যৌননির্যাতনের পরে তাঁকে গণধর্ষণ করা হয়। মুখে জোর করে পিল গুঁজে দিয়ে কানে কানে বলা হয়, তোমার সন্তানকে হত্যা করব আমি!

বেশিরভাগ ওষুধ বিজেপি রাজ্য থেকেই

৩৪টি ওষুধ নিম্নমানের বলে ঘোষণা সেন্ট্রাল ড্রাগ কন্ট্রোলের

নয়াদিল্লি: ৩৪টি ওষুধকে নিম্নমানের বলে চিহ্নিত করল সেন্ট্রাল ড্রাগ কন্ট্রোল। এই ওষুধগুলোর গুণগত মান পরীক্ষার রিপোর্টে উঠে এসেছে রীতিমতো উদ্বেগজনক তথ্য। দেখা গিয়েছে, রাসায়নিক উপাদানের মাত্রা, অনুপাত এবং পরিমাণ আদৌ যথাযথ নয়। অ্যান্টিবায়োটিক থেকে শুরু করে, গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ, ভিটামিন ট্যাবলেট, উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ, প্রভৃতি ইঞ্জেকশন-সহ বেশ কিছু ওষুধ রয়েছে এই নিম্নমানের তালিকায়।

অনেক ক্ষেত্রেই প্যাকেট খোলার পরে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে ওষুধগুলো। যা রোগীদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই ৩৪টি ওষুধের সমস্ত ব্যাচকে বাজার থেকে অবিলম্বে প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। একই নির্দেশিকা জারি করেছে বিভিন্ন রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল অথরিটিও। এই নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলোকে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, নিম্নমানের ওষুধের বড় অংশই আসছে বিজেপি শাসিত ৩ রাজ্য গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড থেকে। কংগ্রেসশাসিত হিমাচল প্রদেশ থেকেও সরবরাহ করা হয় এই ধরনের নিম্নমানের ওষুধ।

সমস্ত হাসপাতাল, চিকিৎসাকেন্দ্র, ফার্মাসি এবং খুচরো ওষুধ বিক্রেতাদের কাছে ব্যাচ নম্বর উল্লেখ করে সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে ড্রাগ কন্ট্রোল। বাজার থেকে সেই ব্যাচের সব ওষুধ অবিলম্বে সরিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে।

সবুজ বাজির সুপ্রিম অনুমতি

নয়াদিল্লি: দীপাবলির সময় দিল্লি-ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিওন বা এনসিআর এলাকায় সবুজ বাজি বিক্রি ও ব্যবহারের অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার আদালত দীপাবলির দিন এবং তার আগের দিন এই ধরনের বাজি পোড়ানো ও কেনাবেচার অনুমতি দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে বলে, পরিবেশের সঙ্গে আপস না করে পরিমিতভাবে এর অনুমতি দেওয়া হল। আদালত ১৮ থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত সবুজ বাজি পোড়ানোর অনুমতি দিয়েছে, এটিকে একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছে আদালত। এই সিদ্ধান্তের ফলে আতশবাজি প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ীরা কিছুটা স্বস্তি পাবেন, যাঁরা আদালতের আগের আদেশের কারণে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। তবে আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, সবুজ বাজির ব্যবহার যেন পরিবেশগত উদ্বেগের সঙ্গে আপস না করে। প্রধান বিচারপতি আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে টহলদারি দল নিয়মিত সবুজ বাজি প্রস্তুতকারকদের পরীক্ষা করবে, সবুজ বাজির কিউআর কোডগুলি অবশ্যই সরকারি ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে, বাইরের অঞ্চল থেকে কোনও বাজি এনসিআর এলাকায় আনা যাবে না এবং নকল বাজি বিক্রেতা প্রস্তুতকারকদের লাইসেন্স বাতিল করা হবে।

দিল্লি

দুই অফিসারের আত্মহত্যার নেপথ্যে কি গ্যাংস্টার যোগ?

চণ্ডীগড়: পরপর ২ সিনিয়র পুলিশ অফিসারের আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনার তদন্ত ক্রমশ মোড় নিচ্ছে নতুন দিকে। হরিয়ানার এই দুটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার নেপথ্যে প্রাথমিকভাবে সেরাজ্যের পুলিশের অভ্যন্তরীণ জাতিগত বৈষম্য, দুর্নীতি এবং অনৈতিকভাবে টাকা তোলার অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিন্তু এরই পাশাপাশি এবার গ্যাংস্টার যোগেরও সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গ্যাংস্টারদের সঙ্গে কিছু পুলিশ অফিসারের মাখামাখিও থাকতে পারে এই জোড়া আত্মহত্যার নেপথ্যে। ফলে হরিয়ানা পুলিশের বিশ্বাসযোগ্যতাই প্রশ্নচিহ্নের মুখে। এদিকে বিস্তর টানাপোড়েনের পর ৮ দিন পরে বুধবার শেষকৃত্য হল আইপিএস অফিসার পুরণ কুমারের। তবে শেষকৃত্য হয়নি আত্মঘাতী এএসআই সন্দীপ লাথেরের। সিনিয়র আইপিএস অফিসার পুরণ কুমার আত্মহত্যার আগে উর্ধ্বতন অফিসারদের বিরুদ্ধে জাতিগত বৈষম্য এবং হয়রানির অভিযোগ এনেছিলেন। কিন্তু এরপরেই আরও এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঝড় তোলে হরিয়ানায়। পুরণের আত্মহত্যার ঘটনার অন্যতম তদন্তকারী অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টর সন্দীপ লাথেরও নিজের মাথায় গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেন। এবং সুইসাইড নোটে দুর্নীতির অভিযোগ আনেন পুরণ কুমারের বিরুদ্ধেই।

হরিয়ানা

চা-বাগানের শ্রমিকেরা বঞ্চিত কেন ইএসআই থেকে? প্রশ্ন তুললেন ঋতব্রত

নয়াদিল্লি: চা-বাগানের শ্রমিকদের ইএসআইয়ের আওতায় আনা হচ্ছে না কেন? শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা জমা না পড়ার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য রাজ্য সরকারের হাতে দিচ্ছে না কেন কেন্দ্র? প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন শ্রমবিষয়ক সংসদীয় কমিটির বৈঠকে এই বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে আলোচনার দাবি জানান তিনি। শ্রম আদালত যৌথ তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও রাজ্য সরকার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন ঋতব্রত। একই সঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, আইএলওর রীতি মেনে নিয়মিতভাবে কেন লেবার কনফারেন্সের আয়োজন করছে না কেন্দ্র?

ফাঁসির বদলে ইঞ্জেকশনে নারাজ কেন্দ্র

নয়াদিল্লি: বিভিন্ন দেশে বিকল্প ব্যবস্থা চালু হলেও মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে ফাঁসির বদলে ইঞ্জেকশনে রাজি নয় কেন্দ্র। বুধবার শীর্ষ আদালতে এই সংক্রান্ত একটি মামলায় কেন্দ্র ফাঁসির বদলে অন্য কোনও উপায় চালু করার ব্যাপারে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে। শীর্ষ আদালতের মন্তব্য, সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন আনতে প্রস্তুত নয় কেন্দ্র।

বিচারের দাবিতে অসমের জেলগেটে তুমুল বিক্ষোভ জুবিন-ভক্তদের

গুয়াহাটি: প্রয়াত গায়ক জুবিন গর্গের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় ধৃতদের বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভে বুধবার অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল অসমের বাকসা। জেলা সংশোধনাগার লাগোয়া এলাকা কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল। ধৃত ৫ জনকে যে গাড়িতে করে জেলগেটে নিয়ে আসা হয়, সেই গাড়িতে হামলা চালায় জুবিন-ভক্তরা। জুবিন গর্গের মৃত্যুর ঘটনার বিচার দাবি করে স্লোগান দিতে থাকেন জেলগেটে জড়ো হওয়া কয়েক হাজার মানুষ। প্রিজনভ্যান এবং পুলিশ ভ্যানের কনভয়কে লক্ষ্য করে প্রথমে পাথর ছুঁড়তে শুরু করে বিক্ষোভকারীরা। চালায় ব্যাপক ভাঙচুর। উত্তেজিত জনতাদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ প্রথমে কাঁদানে গ্যাস ও পরে শূন্যে গুলি ছুঁড়ে। কিন্তু তাতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়। বিক্ষোভকারীরা আগুন লাগিয়ে দেয় একটি পুলিশভ্যানেই।

জুবিন গর্গের মৃত্যুর ঘটনায় ধৃত ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা, তুতো ভাই পুলিশ অফিসার সন্দীপন গর্গ-সহ ৫ জনকে এদিন জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট।

নীতীশ-চিরাগ তুমুল দ্বন্দ্ব বিহারে এনডিএ জোটে ফাটল আরও চওড়া

পাটনা: আসন বাঁটোয়ারাকে কেন্দ্র করে এনডিএ শিবিরের অন্দরে প্রবল অশান্তির আগুন জ্বলছিল গত কয়েকদিন ধরেই। বুধবার সেই আগুনই বড় ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে বিহারের শাসক শিবিরে। এদিন এলজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ানের পছন্দের চারটি আসন-সহ ৫৭টি আসনে নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ও জেডি (ইউ) সুপ্রিমো নীতীশ কুমার। এর মধ্যে আছে দানাপুর, লালগঞ্জ, হিসুয়া এবং আরওয়াল কেন্দ্র। এই চারটি আসন তাঁকে ছাড়া হোক, আসন বাঁটোয়ারা নিয়ে আয়োজিত এনডিএ নেতাদের বৈঠকে দাবি তুলেছিলেন চিরাগ পাসোয়ান।

প্রধানমন্ত্রীর নতুন দফতর সেন্ট্রাল ভিস্তায়

নয়াদিল্লি: মোদি সরকারের নাম বদলের রাজনীতি সর্বজনবিদিত। মোঘল আমলের রাস্তার নাম বদল, রেল স্টেশনের নাম বদল, সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম বদল নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিরোধীদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে মোদি-শাহ ডবল ইঞ্জিন সরকার। স্বাধীনতার পরে এই প্রথমবার ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক লুটিয়ান দিল্লির সাউথ ব্লক ছেড়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি দফতরের নতুন ঠিকানা বদল করছে। সেন্ট্রাল ভিস্তায় প্রধানমন্ত্রী ভবনের এক্সিকিউটিভ এনক্লেভ-১ সেবা তীর্থ-১ নতুন দফতর তৈরি হয়েছে। দিওয়ালির পরে প্রধানমন্ত্রী নতুন দফতর সরে যাবে সেন্ট্রাল ভিস্তার এই নতুন প্রকল্পে। ২০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে মোদি সরকার এই সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্প তৈরি করেছে। সেবা তীর্থ-১ প্রধানমন্ত্রীর দফতরের পাশে সেবা তীর্থ-২ মন্ত্রীসভার সচিবালয়। সেবা তীর্থ-৩ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার দফতর তৈরি করা হয়েছে।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিরল খনিজ নিয়ে চিনের সঙ্গে লড়াইয়ে এবার ভারতকে পাশে চায় আমেরিকা। সেইসঙ্গে এই লড়াইয়ে ইউরোপ এবং এশিয়ার অন্য দেশগুলিকেও পাশে চায় মার্কিন প্রশাসন। চিনের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী আর্থিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টার অভিযোগ আমেরিকার

উত্তেজনা বাড়িয়ে সীমান্তে পাকসেনার হামলা, পাল্টা জবাব দিল তালিবানও

কাবুলের সঙ্গে তীব্র সংঘাতে সৌদি ও কাতারের সাহায্য চাইল ইসলামাবাদ

কাবুল : চরম কূটনৈতিক সংঘাতে উত্তপ্ত দুই প্রতিবেশীর সম্পর্ক। আফগান বিদেশমন্ত্রীর ভারত সফরের পর থেকে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সংঘাত আরও বেড়েছে। বুধবার সকালে আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে পাকিস্তানি সেনা এবং তালিবান বাহিনীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। আরেক আফগান প্রদেশ কান্দাহারেও দুই দেশের বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। বলা হচ্ছে, আফগান সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালায় পাক বায়ুসেনা। গত কয়েকদিন ধরেই বারবার দু-দেশের মধ্যে সামরিক সংঘাতের খবর শিরোনামে আসছে। আফগান ভূখণ্ডকে পাকিস্তানের ভারত-বিরোধী অ্যাজেন্ডা পূরণের কাজে ব্যবহার করা হবে না বলে ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে আফগান সরকার। তারপর থেকে দুই দেশের মধ্যে চোরাগোপ্তা সংঘাত লেগেই আছে। পাকিস্তানের কোনও মন্ত্রীকে আলোচনার জন্য আফগান ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে তালিবান সরকার। এদিকে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় কাতার ও সৌদি আরবের কাছে মধ্যস্থতার আর্জি জানিয়েছে পাকিস্তানের শাহবাজ শরিফ সরকার।

দুই দেশের সামরিক সংঘাতের ঘটনা নিয়ে বুধবার সকালে তালিবান প্রশাসন দাবি করে, কান্দাহারের স্পিন বলডাক জেলায় প্রথমে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। ওই হামলায় প্রায় ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি কাবুলের। জখম শতাধিক মানুষ। পাকিস্তানের ওই হামলার পরেই তালিবান বাহিনী প্রত্যাঘাত শুরু করে। কান্দাহারে হামলার ঘটনায় বিবৃতি দিয়ে তালিবান সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদিন জানিয়েছেন, কান্দাহারের স্পিন বলডাকে আবার হামলা শুরু করেছে পাকিস্তানি সেনা। বহু সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত শতাধিক। তালিবান সামরিক বাহিনীর সূত্রে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, ইতিমধ্যেই পাকিস্তানি সেনার থেকে স্পিন বলডাক গেট দখল করে নিয়েছে আফগান বাহিনী। ওই এলাকা বর্তমানে পুরোপুরি আফগান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। এদিন তালিবানের পাল্টা হামলায় পাক বাহিনীর যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি কাবুলের।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিদেশনীতি বিশেষজ্ঞ গ্রেফতার, তোলপাড় কূটনৈতিক মহল

ওয়াশিংটন: ভারতীয় বংশোদ্ভূত ও আমেরিকার সুপরিচিত বিদেশনীতি বিশেষজ্ঞ তথা প্রতিরক্ষা কৌশলবিদ অ্যাশলি জে. টেলিস মার্কিন মুলুকে গ্রেফতার। জাতীয় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করার অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মার্কিন বিচার বিভাগ জানিয়েছে, টেলিসের ভার্জিনিয়ার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে হাজার হাজার পৃষ্ঠার গোপন নথি। ভার্জিনিয়ার ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের ইউএস অ্যাটর্নি অফিস এক বিবৃতিতে এই গ্রেফতারির ঘোষণা করেছে। এই ঘটনা তোলপাড় ফেলেছে কূটনৈতিক মহলে।

জানা গিয়েছে, ৬৪ বছর বয়সি এই বিদেশনীতি বিশেষজ্ঞর বিরুদ্ধে আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল নথিপত্র মজুত করে রাখা এবং চিনের আধিকারিকদের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাতের অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। অ্যাশলে টেলিস দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং ২৫০,০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। ভারতীয় মুদ্রায় জরিমানার অঙ্ক হবে প্রায় ২ কোটি ২১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকার কাছাকাছি। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই কূটনীতিকের জন্ম মুম্বইয়ে। পড়াশোনা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। এরপর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ এবং পিএইচডি করেন টেলিস। ২০০১ সালে যোগ দেন মার্কিন সরকারে। দক্ষিণ এশীয় নিরাপত্তা এবং মার্কিন-ভারত পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে ওয়াশিংটনের অন্যতম শীর্ষ বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিবেচনা করা হত টেলিসকেই। তিনি এর আগে প্রাক্তন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের অধীনে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে কাজ করেছেন। টেলিসকে এফবিআই হলফনামায় ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন অবৈতনিক উপদেষ্টা এবং পেন্টাগনের এক ঠিকাদার হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তিনি ওয়াশিংটনভিত্তিক থিংক-ট্যাঙ্ক কার্নেগী এনডাওমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস-এর সিনিয়র ফেলো।

মামলাবিদ্ধ হাসিনা জমানার সেনাকর্মীরা

ঢাকা: ইউনুস সরকারের প্রতিহিংসার আগুন থেকে রেহাই নেই বাংলাদেশের সেনা অফিসারদেরও। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুগতদের চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে একের পর এক মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা দায়ের করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৫ জন অফিসারকে গ্রেফতার করা হয়েছে মানবতাবিরোধী ৩টি মামলায়। সবকটি অপরাধই হাসিনা জামানার বলে অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, আদালতে পেশ না করে তাঁদের রাখা হয়েছে সেনাবাহিনীর হেফাজতেই। অথচ আইন অনুযায়ী কিন্তু সামরিক আদালতে বিচার হবে না ধৃত সেনা অফিসারদের। মামলার সুনির্দিষ্ট তারিখে তাঁদের হাজির করা হবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। আদালতের কাজ শেষ হলে তাঁদের আবার নেওয়া হবে সেনাবাহিনীর হেফাজতেই। পুলিশ হেফাজতে নয়। জানানো হয়েছে বাংলাদেশ সেনার পক্ষ থেকেই। এমন ঘটনা নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই নিয়ে উঠেছে বিতর্কের ঝড়। প্রশ্ন উঠেছে, সেনা আদালতে বিচার না করে ধৃত আধিকারিকদের কেন বিচার করা হচ্ছে অসামরিক আদালতে? লক্ষণীয়, মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল বাংলাদেশের মোট ১৬ জন সেনা অফিসারের বিরুদ্ধে। তার মধ্যে ১৫ জনকে হেফাজতে নেওয়া সম্ভব হলেও একজনের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি যাতে দেশ ছাড়তে না পারেন তারজন্য কড়া নজর রাখা হচ্ছে। সেনাবাহিনীর দাবি অন্তত তাই। ধৃত ১৫ জনের মধ্যে রয়েছেন ২ জন মেজর জেনারেল, ৬ জন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এবং কয়েকজন কর্নেলও। পরিবারের কারও সঙ্গে তাঁদের দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে। তবে শুধুমাত্র এই ১৬ জনই নয়, প্রাক্তন এবং বর্তমান মিলিয়ে মোট ২৫ সেনা অফিসারের বিরুদ্ধে গত ৮ অক্টোবর জারি করা হয়েছে গ্রেফতারি পরোয়ানা। প্রশ্ন হল, ধৃত সেনা অফিসারদের রাখা হবে কোথায়? স্পষ্ট করে জানানো হয়নি কিছুই। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ঢাকা সেনানিবাসের বাশার রোড লাগোয়া উত্তরদিকের ৫৪ নম্বর এমইএস বিল্ডিংকে সাময়িকভাবে কারাগার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

হয় ড্রেজিং, নয় ভাঙো

(প্রথম পাতার পর)

তোয়াক্কা না করে এবার সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। বলেন, কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও ত্রাণ ও সাহায্যের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্য। এবার বাংলার মানুষও এগিয়ে আসুন। রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলার তহবিলে দান করুন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, কোনও নগদ অর্থ নয়, যাঁরা আর্থিক সাহায্য করতে চান, তাঁরা সরাসরি অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠান। এ-প্রসঙ্গে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত জানাতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে জেলাশাসককে নির্দেশ দেন, অ্যাকাউন্টের সম্পূর্ণ বিবরণ সবাইকে জানিয়ে দিতে। এরপরই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বকেয়া দেয় না কেন্দ্র। একশো দিনের কাজ থেকে শুরু করে আবাস, সড়ক— কোনও টাকাই বাংলাকে দেয় না মোদি সরকার। তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার একাই সব সামাল দিচ্ছে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ এনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা এক পয়সা পাইনি, তা সত্ত্বেও আমাদের সরকার কীভাবে মানুষকে সাহায্য করেছে, সেটা সবাই দেখতে পাচ্ছেন। কেন্দ্র টাকা না দিলেও আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে যদি কেউ সাহায্য করতে চান, সেজন্য সরকারের তরফে ডিজাস্টার রিলিফ ফান্ড চালু করা হয়েছে। ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট ডিজাস্টার ম্যানজেমেন্ট অথরিটির নামে এই ফান্ড চালু করা হয়েছে। চাইলে সরাসরি যে কেউ এই ফান্ডে সাহায্য করতে পারেন।

মুখ্যমন্ত্রী পর্যালোচনা-বৈঠকে বলেন, দার্জিলিংয়ের মিরিক-সহ একাধিক জায়গা ধসে বিপর্যস্ত। বহু রাস্তা ভেঙে গিয়েছে। ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ চলছে। এদিন ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান পেশ করে তিনি বলেন, বিপর্যয়ে অন্তত ৭০ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। মোট ৩২ জন মানুষ এই বিপর্যয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। বিপর্যয়ের পর থেকেই প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁদের সাহসিকতার জন্য বহু দুর্গতকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। প্রশাসনের আধিকারিক, কর্মী, বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীদের স্যালুট জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। দার্জিলিংয়ে মোট ১৭টি ত্রাণশিবির এই মুহূর্তে চলছে। সেই শিবিরে এখনও ৭৫০ জন মানুষ রয়েছেন। বিপর্যয়ের পর ১৩০০ মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছিল। ৩০ হাজার মানুষকে রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে। পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বিপর্যয়ে ৮১টি রাস্তা ও ১১টি ব্রিজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজ্য প্রশাসন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে পুনর্গঠনের কাজ করছে।

রয়্যালটি থেকে ৫ লক্ষ

(প্রথম পাতার পর)

ইচ্ছুক ওই অ্যাকাউন্টে চেক দিতে পারেন।

উত্তরের এই বিপর্যয়ে সবটা সামলাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাবতীয় আর্থিক ক্ষতিপূরণ-চাকরি-ত্রাণশিবির-কমিউনিটি কিচেন— সবই করছে রাজ্য। এ-ছাড়া ব্রিজ নির্মাণ-বাড়ি তৈরি-রাস্তাঘাট পুনর্নির্মাণ-সহ অন্য কাজগুলিও করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার একটা টাকাও আর্থিক সাহায্য দেয়নি। তা সত্ত্বেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা-মাটি-মানুষের সরকারের সৌজন্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে বিধ্বস্ত এলাকায়। দ্বিতীয় দফায় টানা উত্তরের বিপর্যস্ত এলাকা চষে ফেলছেন মুখ্যমন্ত্রী। তরাই-ডুয়ার্স-পাহাড়ে সর্বত্র প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে মানুষের পাশে থাকছেন। কার্যত বাড়ি বাড়ি ঘুরে আশ্বস্ত করছেন। অভয় দিচ্ছেন। বুঝিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের সরকার তাঁদের পাশে আছে। শুধু প্রতিশ্রুতি নয়। কাজ হচ্ছে চোখের সামনে।

শহরে মৃতদের পরিবারকে নিয়োগপত্র-অনুদান কাল

(প্রথম পাতার পর)

সিইএসসিকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার আর্জিও জানান তিনি। কেননা, ওরা দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। তবে ওরা না দিলে রাজ্যের তরফে স্পেশাল হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে। দেওয়া হবে ঘোষণা মতো দু'লক্ষ করে টাকা। সেইমতোই স্পেশ্যাল হোমগার্ডের চাকরির নিয়োগপত্র ও আর্থিক সহায়তার টাকা তুলে দেওয়ার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। দার্জিলিং-এর রিভিউ মিটিং চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী জানান, উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মৃতদের পরিবারপিছু পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। তাঁদের পরিবারের একজনকে হোমগার্ডের চাকরিও দেওয়া হচ্ছে। এ-প্রসঙ্গেই কলকাতায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিষয়টি উত্থাপন করেন তিনি। উল্লেখ্য, অতি-বৃষ্টিতে কলকাতায় ১০ জন এবং শহরতলিতে ২ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

ঘুরে আসুন নেপালের কন্যাম। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। আছে চায়ের বাগান। করা যায় স্কাইওয়াক। চড়া যায় দোলনায়। মন ভাল হয়ে যাবে

আলো ফুটেছে উত্তরের পাহাড়ে

প্রাকৃতিক বিপর্যয় আছড়ে পড়েছিল উত্তরবঙ্গে। রাজ্য সরকারের তৎপরতায় দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। স্বাভাবিক হয়েছে পাহাড়। নেমেছে পর্যটকের ঢল। দার্জিলিং এবং কালিম্পং ঘুরে এসে লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

সিলেরি গাঁও

টাইগার হিলে উল্লাস

সূর্যোদয়ের মুখে কাঞ্চনজঙ্ঘায় সিঁদুর-রঙের ছোঁয়া। উল্লাসে ফেটে পড়লেন টাইগার হিলে অপেক্ষারত মানুষেরা। তাঁদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার তো বটেই, এসেছেন অন্য রাজ্য, অন্য দেশের পর্যটকেরাও। সাক্ষী থাকলেন আশ্চর্য সূর্যোদয়ের। মেঘমুক্ত আকাশ। কাঞ্চনজঙ্ঘার পাশাপাশি দেখা মিলল মাউন্ট এভারেস্ট-সহ হিমালয়ের অন্যান্য চূড়ার।

অথচ কিছুদিন আগেও এই দৃশ্য ছিল অকল্পনীয়। কারণ, উত্তরবঙ্গের সম্প্রতিক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তবে রাজ্য সরকারের তৎপরতায় দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আঁধার সরিয়ে আলো ফুটেছে উত্তরের আকাশে। ফলস্বরূপ, জমজমাট দার্জিলিং। পাহাড়ের রানি চেনা ছন্দে। বিপর্যয়ের খবরে পড়েছিলাম মহাচিন্তায়। সফর বাতিলের পরামর্শ দিয়েছিলেন কেউ কেউ। বলা যায়, ঝুঁকি নিয়েই হাওড়া স্টেশনে চড়েছিলাম বন্দে ভারতে। নিউ জলপাইগুড়ি নেমে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে পাহাড়ে এসে হাসিখুশি দার্জিলিং দেখে মনে হয়েছে, ভুল সিদ্ধান্ত নিইনি।

তিস্তা

উৎসবের আবহ

পুজোর ছুটিতে প্রতি বছর দার্জিলিং-সহ উত্তরের বিভিন্ন ট্যুরিস্ট-স্পটে পর্যটকের ঢল নামে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় দার্জিলিং ম্যালে চোখে পড়ল উৎসবের আবহ। গরম চায়ে চুমুক, আড্ডা, ঘোড়ায় চড়া, কেনাকাটা— স্বাভাবিকভাবেই চলছে সবকিছু। কোনও মুখেও দেখা গেল না আতঙ্কের চিহ্ন। গিটার বাজিয়ে গান, স্কেটিং— মন মাতানো পরিবেশ। অনেকেই ছবি তুলছেন কবি ভানুভক্তের স্ট্যাচুর সামনে দাঁড়িয়ে।

কথা হল কয়েকজনের সঙ্গে। ডায়মন্ড হোম-স্টের পরিচালক গোলাম মোস্তফা জানালেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরেও বুকিং ক্যানসেল করেননি কেউই। সবাই এসেছেন। গাড়ি-চালক হেমন্ত ছেত্রী বললেন, ‘পর্যটকের ভিড় ভালই। মানুষ না এলে আমাদের চলবে কী করে? সুখে-দুঃখে রাজ্য সরকার আছে আমাদের পাশে।’ আরেক গাড়ি-চালক শিরিন তামাং বললেন, ‘প্রাকৃতিক বিপর্যয় জোর ধাক্কা দিয়েছিল। তবে দ্রুত সামাল দেওয়া গেছে রাজ্য সরকারের তৎপরতায়।’ এঁরা প্রত্যেকেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি।

পরিশ্রমী এবং সৎ

টাইগার হিল, ম্যালের পাশাপাশি ভিড় চোখে পড়ল বাতাসিয়া লুপ, ঘুম মনাস্ট্রি, জাপানিজ টেম্পল, রক গার্ডেন, চুন্নু গ্রীষ্মকালীন জলপ্রপাত, চিড়িয়াখানা, রোপওয়ে, চা-বাগান প্রভৃতি জায়গায়। কয়েকটি স্পটে যাওয়ার জন্য কাটতে হয় টিকিট। চোখে পড়ল লম্বা লাইন।

শহরের পাহাড়ি পথ ধরে ছুটে চলেছে টয় ট্রেন, গাড়ি। শিলিগুড়ি থেকে আসছে যাত্রীবোঝাই বাস। দার্জিলিং এবং ঘুম স্টেশন দু’টি সুন্দর। পরিচ্ছন্ন। আঁকাবাঁকা রাস্তার দুই ধারে অসংখ্য দোকান। বিক্রি হচ্ছে চা, গরম পোশাক, স্মারক ইত্যাদি। বড় বড় রেস্টুরেন্টের পাশাপাশি আছে মহিলা পরিচালিত বেশকিছু ছোট ছোট খাবারের দোকান। পাওয়া যাচ্ছে মোমো, থুকপা, চাউমিন, ম্যাগি ইত্যাদি স্থানীয় খাবার। রীতিমতো গরম-গরম। ধোঁয়া-ওঠা। অসাধারণ স্বাদ।

ছাঙ্গি জলপ্রপাত

স্থানীয় পথচারী, গাড়ি চালক, দোকানদার সবার মুখেই লেগে রয়েছে নির্মল হাসি। এঁরা কঠোর পরিশ্রমী এবং সৎ। এক কথার মানুষ। ভোর চারটে নাগাদ টাইগার হিলে যাওয়ার পথে দেখলাম একা-একাই প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন এক তরুণী। বাংলার এই পাহাড়ি শহরে তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ।

টাইগার হিল থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা

ঢেউ জাগে পাহাড়ে

সময় বিশেষে বদলে যায় পাহাড়ের রূপ। ভোরে আকাশ পরিষ্কার থাকলে দেখা যায় বরফের চাদরে মোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘার ঝকঝকে রূপ। বেলা গড়ালেই ঢাকা পড়ে যায় মেঘ-কুয়াশায়। উদাসী মন খুঁজে বেড়ায় তাকে। কিন্তু পায় না। পরের দিনের জন্য অপেক্ষা। গভীর খাদে চোখ রাখলেই শিহরন জাগে। পাহাড় জুড়ে চেনা-অচেনা গাছের সারি। নানা রঙের ফুল। আলোকালো পরিবেশ। ঢেউ শুধু সমুদ্রে নয়, পাহাড়েও জাগে। ধীর ঢেউ, স্থির ঢেউ। সবার চোখে নয়, কারও কারও চোখে ধরা পড়ে।

দার্জিলিংয়ে উপর চাপ কমাতে গত কয়েক বছরে বেশকিছু নতুন স্পট তৈরি হয়েছে। যেমন লেপচা জগৎ, লামাহাটা, তিনচুলে, দাওয়াইপানি, তাবাকোশি, বিজনবাড়ি, সিটং, লবচু ইত্যাদি। ছুঁয়ে গেলাম কয়েকটি স্পট। হোম-স্টেগুলোয় পর্যটকের ভিড় ভালই। পেশক ভিউ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে দেখলাম রঙ্গিত মিশেছে তিস্তায়। সেখানেও বহু মানুষের ভিড়।

তিস্তা সেতু পেরোতেই কালিম্পং জেলা। শহরটি সাজানো গোছানো। পর্যটকের ভিড়। এখানেও আছে বেশকিছু অফবিট ট্যুরিস্ট স্পট। যেমন লাভা, লোলেগাঁও, ইচ্ছেগাঁও, চারখোল, রিশপ, ঋষিখোলা, রামধুরা ইত্যাদি। কোলাখামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। এখানে আছে নেওড়া ভ্যালি অভয়ারণ্য, ছাঙ্গি জলপ্রপাত। রহস্যময়, গা ছমছমে পরিবেশ। সিলেরি গাঁও ছবির মতো সুন্দর। এখান থেকে দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা, সিকিমের গ্যাংটক শহর। বিভিন্ন স্পটের হোটেল ও হোম-স্টেগুলো প্রায় খালি নেই বলা যায়।

অর্থাৎ, সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘরবন্দি রাখতে পারেনি পর্যটকদের। টেলিভিশন-অ্যাঙ্করদের ভয় ধরানো চিৎকার, অকারণ লাফালাফি বিভ্রান্ত করতে পারেনি। তাই তো নেমেছে মানুষের ঢল। এটা রাজ্য সরকারের বিরাট সাফল্য। আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী।

হাতছানি দেয় পাহাড়? ট্রেনের টিকিট কাটা থাকলে, ঘর বুকিং থাকলে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ুন। এই মুহূর্তে পুরোপুরি স্বাভাবিক দার্জিলিং। পুরোপুরি স্বাভাবিক কালিম্পং।

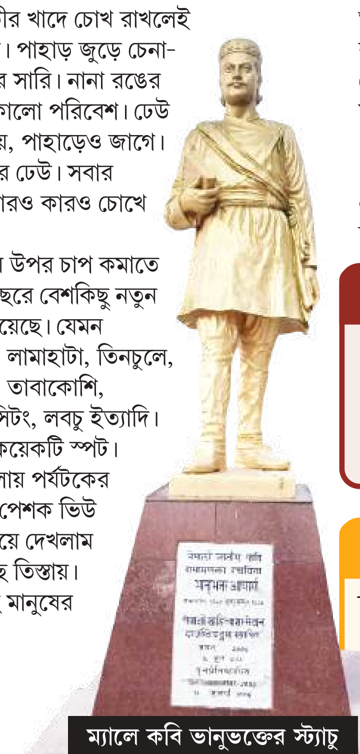

ম্যালে কবি ভানুভক্তের স্ট্যাচু

কীভাবে যাবেন?

ট্রেনে নিউ জলপাইগুড়ি। সেখান থেকে গাড়িতে দার্জিলিং অথবা কালিম্পং। এই দুটি স্পট থেকে ঘোরা যায় আশপাশের স্পটগুলো।

কোথায় থাকবেন?

দার্জিলিং, কালিম্পং এবং আশপাশের অফবিট স্পটগুলোয় আছে বেশকিছু হোটেল, হোমস্টে। থাকা-খাওয়ার কোনও সমস্যা হবে না।

১৪
১৬ অক্টোবর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

মাঠে ময়দানে

16 October, 2025 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অপরাজিত ১২৫, অনবদ্য সেঞ্চুরি দিয়ে রঞ্জি মরশুম শুরু ঈশান কিশানের

রোনাল্ডোর জোড়া গোলেও অপেক্ষা বাড়ল পর্তুগালের

বিশ্বকাপের মূলপর্বে ইংল্যান্ড

লিসবন, ১৫ অক্টোবর : বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করল ইংল্যান্ড, সৌদি আরব, কাতার, দক্ষিণ আফ্রিকা, আইভরি কোস্ট এবং সেনেগাল। অপেক্ষা বাড়ল পর্তুগালের। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর জোড়া গোল সত্ত্বেও, হাঙ্গেরির সঙ্গে ২-২ ড্র করেছে পর্তুগাল। বিশ্বকাপের টিকিট পেতে রোনাল্ডোদের চাই আরও এক পয়েন্ট।

বাছাই পর্বের গ্রুপ 'এফ'-র ম্যাচে ঘরের মাঠে হাঙ্গেরির মুখোমুখি হয়েছিল পর্তুগাল। জিতলেই বিশ্বকাপের মূলপর্ব নিশ্চিত। এই পরিস্থিতিতে ৮ মিনিটেই আতিলা সালাইয়ের গোলে পিছিয়ে পড়েছিলেন রোনাল্ডোরা। যদিও ২২ মিনিটে ১-১ করেন রোনাল্ডো। এরপর প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে ফের গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

এদিনের জোড়া গোলের সুবাদে নতুন এক রেকর্ড গড়েছেন রোনাল্ডো। বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে সবথেকে বেশি গোলের (৪১টি) নজির এখন তাঁর। সব মিলিয়ে রোনাল্ডোর গোলসংখ্যা বেড়ে হল ৯৪৮টি। কিন্তু এমন দিনেও জয় অধরাই রইল তাঁর। ম্যাচের একেবারে শেষ সময়ে ডমিনিক সোবোসলাইয়ের গোলে ২-২ করে ফেলে হাঙ্গেরি।

এদিকে, হ্যারি কেনের জোড়া গোলে লাটভিয়াকে ৫-০ ব্যবধানে বিধ্বস্ত করেছে ইংল্যান্ড। একটি করে গোল করেন অ্যান্টনি গর্ডন ও এবেরেচি ইজে। একটি গোল আত্মঘাতী। এই জয়ের সুবাদে ৬ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে দু'ম্যাচ হাতে রেখেই বিশ্বকাপের টিকিট পেয়ে গেলেন হ্যারি কেনরা।

বাছাই পর্বের অন্য ম্যাচে স্পেন ৪-০ গোলে হারিয়েছে বুলগেরিয়াকে। মিকেল মেরিনো দু'টি গোল করেন।

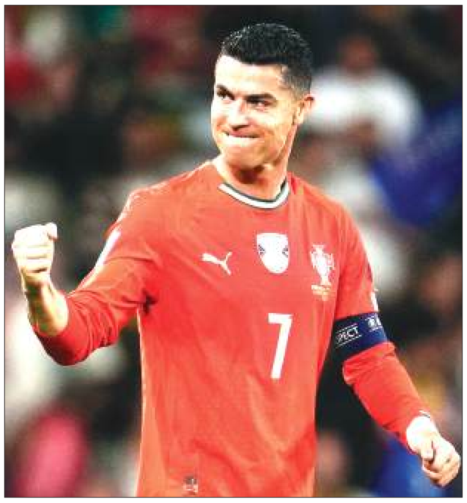

দ্বিতীয় গোলের পর রোনাল্ডো।

একটি মিকেল ওয়ারজাবালের। আর একটি আত্মঘাতী গোল। আরেকটি ম্যাচে ইতালি ৩-০ গোলে হারিয়েছে ইজরায়েলকে। অন্যদিকে, আরব আমিরশাহিকে ২-১ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের মূলপর্বে উঠেছে কাতার। আরেকটি ম্যাচে ইরাকের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেও বিশ্বকাপের টিকিট আদায় করে নিয়েছে সৌদি আরব। এদিকে, রুয়ান্ডাকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেনেগাল ৪-০ গোলে হারিয়েছে মৌরিতানিয়াকে। কেনিয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে আইভরি কোস্ট।

ফের বৃষ্টিতে পণ্ড ম্যাচ

কলম্বো, ১৫ অক্টোবর : মেয়েদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপে বুধবার বৃষ্টির জন্য ভেস্তে গেল ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান ম্যাচ। এই নিয়ে টানা দু'দিন বৃষ্টির প্রকোপে ম্যাচ বাতিল হল কলম্বোয়। এদিন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল ইংল্যান্ড। ২৫ ওভারে ৭ উইকেটে ৭৯ রান তোলার পরেই বৃষ্টি নামে। পরে খেলা শুরু হলেও ওভার কমে হয়েছিল ৩১। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেটে ১৩৩ রান তোলে ইংল্যান্ড। সর্বোচ্চ ৩৩ রান করেন চার্লি ডিন। পাক অধিনায়ক ফাতিমা সানা ৪ উইকেট দখল করেন। ২টি উইকেট নেন সাদিয়া ইকবাল। ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতিতে জেতার জন্য ১১৩ রান করতে হত পাকিস্তানকে। কিন্তু ৬.৪ ওভারে পাকিস্তান বিনা উইকেটে ৩৪ রান তোলার পর ফের বৃষ্টি নামে। এরপর আর ম্যাচ শুরু করা সম্ভব হয়নি। ফলে দু'দলকেই এক পয়েন্ট পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

নায়ক নোমান

করাচি, ১৫ অক্টোবর : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ৯৩ রানে জিতল পাকিস্তান। জেতার জন্য ২৭৭ রান তাড়া করতে নেমে, গতকাল দিনের শেষে ২ উইকেটে ৫১ রান তুলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। বুধবার প্রোটিয়াদের ইনিংস ১৮৩ রানে গুটিয়ে দেন পাকিস্তানি বোলাররা। প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট শিকারের পর, দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেট নেন বাঁ হাতি পাকি স্পিনার নোমান আলি। ৪ উইকেট দখল করেন শাহিন আফ্রিদি। ২টি উইকেট পান সাজিদ খান। কিছুটা লড়াই করেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস (৫৪) ও রায়ান রিকেলটন (৪৬)। দু'ইনিংস মিলিয়ে ১০ উইকেট ঝুলিতে পুরে ম্যাচের সেরা নোমান।

লজ্জার হার

আবু ধাবি, ১৫ অক্টোবর : আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তৃতীয় একদিনের ম্যাচ ২০০ রানে বিরাট বড় ব্যবধানে হারল বাংলাদেশ। ফলে বাংলাদেশকে ৩-০ হোয়াইটওয়াশ করে সিরিজ জিতল আফগানিস্তান। প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৯৩ রান তুলেছিল আফগানরা। ইব্রাহিম জাদরান ৯৫ রান করেন। অপরাজিত ৬২ করেন মহম্মদ নবি। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, আফগানিস্তানের বোলারদের দাপটে ২৭.১ ওভারে মাত্র ৯৩ রানেই অল আউট হয়ে যায় বাংলাদেশ।

শাস্তি হরমনদের, মন্দিরে প্রার্থনা

ইন্দোর, ১৫ অক্টোবর : বিশ্বকাপে ভাল শুরু করেও টানা দুই ম্যাচ হেরে সেমিফাইনালের রাস্তা কঠিন করে ফেলেছে হরমনপ্রীত কৌরের ভারত। রবিবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচের আগে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করলেন হরমনপ্রীত, স্মৃতি মান্ধানারা। পরের ম্যাচ ইন্দোরে। ইংল্যান্ড ম্যাচের প্রস্তুতিও শুরু করেছেন ক্রিকেটাররা। চাপের মধ্যেই আইসিসি-র শাস্তির কবলে হরমনপ্রীতরা। অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে মন্থর ওভার রেটের কারণে ম্যাচ ফি-র পাঁচ শতাংশ জরিমানা হয়েছে ভারতীয় দলকে। ভারত অধিনায়ক তা মেনেও নিয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩৩০ রান করেও হারতে হওয়ায় চাপ বেড়েছে ভারতীয় দলের উপর। টপ অর্ডারে আশার আলো বলতে মান্ধানা। লোয়ার মিডল অর্ডারে বারবার পরিস্থিতি সামাল দিতে হচ্ছে রিচা ঘোষ, দীপ্তি শর্মাদের। ষষ্ঠ বোলার না খেলানোর ভুল স্ট্র্যাটেজিও সমস্যায় ফেলেছে দলকে। পেসার ক্রান্তি গৌড়, অমনজ্যোৎ কৌরদের নিশানা করছে প্রতিপক্ষ। স্পিনারদের উপর চাপ বাড়ছে। ফলে বাড়তি বোলিং অপশন নিয়ে নামার ভাবনা কাজ করছে ভারতীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্কের। বাকি তিন ম্যাচই জেতা ছাড়া উপায় নেই। দু'টিতে জিতলে তাকিয়ে থাকতে হবে বাকি ম্যাচের ফলাফল এবং নেট রান রেটের দিকে। নিজেদের মানসিকভাবে তরতাজা রাখতেই মন্দিরে গিয়ে সময় কাটান মেয়েরা। মহাকালের 'ভস্ম আরতি'-তে অংশ নিয়ে দীর্ঘক্ষণ প্রার্থনা করেন হরমনরা।

জার্মানির ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি শ্রাচী স্পোর্টসের

জার্মান ক্লাব ইংগলস্টাডের তরফে জার্সি উপহার শ্রাচী কর্তাদের।

প্রতিবেদন : বাংলার তৃণমূল স্তরে ফুটবলের উন্নয়নে বড় পদক্ষেপ শ্রাচী স্পোর্টসের। বাংলায় কলকাতা ও জেলাভিত্তিক বেঙ্গল সুপার লিগ (বিএসএল) শুরুর আগেই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়ে গেল বিএসএল অ্যাকাডেমির। শ্রাচীর অন্যতম ফ্ল্যাগশিপ প্রজেক্ট অ্যাথলিড স্পোর্টস অ্যাকাডেমির সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি হল জার্মানির ক্লাব এফসি ইংগলস্টাডের। বিশ্ব জুড়ে জার্মান ক্লাবটির খ্যাতি রয়েছে ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের জন্য।

চুক্তি অনুযায়ী বাংলা তথা ভারতে অ্যাথলিড স্পোর্টস অ্যাকাডেমি শুরু হচ্ছে আপাতত তিনটি জায়গায়। শ্রাচী ইতিমধ্যেই বর্ধমানে একটি অ্যাকাডেমি তৈরি করেছে। দিল্লির পাশাপাশি কলকাতার সাউথ সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলেও আবাসিক অ্যাকাডেমি তৈরি হচ্ছে। এদেশের ফুটবল প্রতিভা বাছাই করে ইংগলস্টাডের কোচেদের কাছে উন্নত মানের ট্রেনিং নিতে পাঠাবে শ্রাচীর অ্যাথলিড স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। শুধু প্রতিশ্রুতিমান ফুটবলারদের নয়, এদেশের উদীয়মান কোচেদেরও প্রশিক্ষণ দেবেন নামী জার্মান কোচেরা।

মিউনিখে এফসি ইংগলস্টাডের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রাচী স্পোর্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাহুল টোডি, শ্রাচী স্পোর্টসের চেয়ারম্যান তমাল ঘোষাল, ইংগলস্টাডের সিইও ডিডি বিয়ার্সডোরফার এবং ক্লাবের স্পোর্টিং ডিরেক্টর তথা ইউথ ডেভেলপমেন্ট হেড ম্যানুয়েল বউম। শ্রাচী স্পোর্টসের কর্ণধার রাহুল টোডি বলেন, উদীয়মান ভারতীয় ফুটবলারদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে মেলে ধরার মঞ্চ তৈরি করে দিতে চাই আমরা।

আজ গোয়াতে রোনাল্ডোর টিম

প্রতিবেদন : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র অ্যাওয়ে ম্যাচে আগামী ২২ অক্টোবর এফসি গোয়ার মুখোমুখি হবে সৌদি ক্লাব আল নাসের। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো গোয়াতে খেলতে আসবেন কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে নিরাপত্তা ও মাঠ খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার গোয়াতে আসছে রোনাল্ডোর ব্যক্তিগত ম্যানেজার ও নিরাপত্তা আধিকারিক। ম্যাচের আয়োজকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তাঁরা। সব দিক খুঁটিয়ে দেখে রোনাল্ডোর টিম শুক্রবারই ফিরে যাবে। তার পরেই স্পষ্ট হবে সিআর সেভেন এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে আদৌ গোয়াতে আসবেন কি না। সৌদি ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী, অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে রোনাল্ডো বাধ্য নন। সব কিছু ঠিক থাকলে, এই ম্যাচ খেলতে ১৯ বা ২০ অক্টোবর গোয়া পৌঁছে যাবে আল নাসের।

প্রস্তুতি ম্যাচে বড় জয় মেসিদের

মেসিকে রুখছেন ডিফেন্ডাররা।

মায়ামি, ১৫ অক্টোবর : প্রস্তুতি ম্যাচে বড় জয় পেলেন লিওনেল মেসিরা। মায়ামির চেজ স্টেডিয়ামে দুর্বল পুয়ের্তো রিকোকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে আর্জেন্টিনা। মেসি নিজে কোনও গোল না পেলেও, আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবথেকে বেশি অ্যাসিস্টের (৬০টি) নতুন নজির গড়েছেন। এদিনের দু'টি অ্যাসিস্টের পর, তিনি টপকে গিয়েছেন নেইমারকে (৫৯টি অ্যাসিস্ট)। খেলার ১৪ মিনিটে অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা। ২৩ মিনিটে মেসির পাস থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন গঞ্জালো মন্তিয়েল। ৩৬ মিনিটে ফের গোল করে আর্জেন্টিনাকে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে দিয়েছিলেন অ্যালিস্টার। বিরতির পর ফিফা র্যা ঙ্কিংয়ের ১৫৫তম স্থানে থাকা পুয়ের্তো রিকোর উপর আরও তিনটি গোল চাপিয়ে দেয় আর্জেন্টিনা। ৬৪ মিনিটে স্টিভেন এচেভেরির আত্মঘাতী গোলে ৪-০। ৭৯ মিনিটে ৫-০ করেন লাওতারো মার্টিনেজ। ৮৪ মিনিটে মেসির পাস থেকে ব্যক্তিগত দ্বিতীয় তথা দলের ষষ্ঠ গোলটি করেন লাওতারো। একপেশে ম্যাচে পুয়ের্তো রিকোর গোলকিপার সেবাস্তিয়ান কাটলের গোটা ছয়েক নিশ্চিত গোল না বাঁচালে, আর্জেন্টিনার জয়ের ব্যবধান আরও বড় হত।

সুলতান জোহর কাপ হকিতে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ২-৪ গোলে হার ভারতের

ব্যর্থ অভিমন্যু, হতাশ করলেন শামি-আকাশ

উত্তরাখণ্ড ২১৩, বাংলা ৮-১

প্রতিবেদন : ভাগ্যিস ইডেনে জাতীয় নির্বাচকরা ছিলেন না। থাকলে যে তিন বঙ্গ ক্রিকেটারের নাম দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগে আলোচনার টেবিলে রয়েছে, তাদের জন্য ভাল মার্কস জমা পড়ত না নোটবুকে।

রঞ্জি মরশুমের প্রথম দিন উত্তরাখণ্ডকে ২১৩ রানে গুটিয়ে দিয়েছে বাংলা। কিন্তু দিনের শেষে ৮ রান তুলতেই চলে গিয়েছে অভিমন্যু ঈশ্বরণের উইকেট। ভারতীয় দলের সঙ্গে টানা বিদেশ সফরে থেকেও টেস্ট খেলা হয়নি বঙ্গ অধিনায়কের। এই ম্যাচে রান করে দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। কিন্তু ইনিংসের প্রথম বলেই দেবেন্দ্র সিং বোরার আউট সুইংয়ে ব্যাট ছুঁইয়ে স্লিপ ক্যাচে ফিরে গেলেন তিনি। খালি হাতে ফেরার মুখে অভিমন্যুকে বিরক্তিতে হেলমেটে গ্লাভস ঠুকতে দেখা গেল। সম্ভবত ক্লাব হাউসের দিকের সাইট স্ক্রিনের উপরে লোকজনের নড়াচড়া তাঁর মনসংযোগে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে।

বারবার সুযোগ না পেয়ে অভিমন্যু এই ম্যাচের আগে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন। তবে মোলায়েম সুরে। আর মহম্মদ শামি সরাসরি তির ছুঁড়েছেন আগারকর ও তাঁর সঙ্গীদের দিকে। উপেক্ষার জবাব দিতে বলই ছিল হাতিয়ার। কিন্তু দিনভর ফর্মের আশপাশে না থেকে শেষবেলায় শুধু এক ওভারে ৩ উইকেট নিয়ে শামি গুটিয়ে দেন উত্তরাখণ্ডকে। হিসেব বলছে ৫ বলে ৩ উইকেট। সবমিলিয়ে বোলিং গড় ১৪.৫-৪-৩৭-৩। স্কোরবই দেখে বোঝা যাবে না যে তিন-চার ওভারের ছোট স্পেল করে তিনি যেমন 'কেমন দিলাম' বলতে পারেননি, তেমনই শেষ পাঁচ ওভার বাদ দিলে শামি-সুলভ বোলিংও করতে পারেননি সারাদিনে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ডাক না পাওয়া আকাশ দীপেরও দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের আগে নির্বাচকদের টেবিলে নিজের নাম তুলে দেওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু ১৬ ওভারে ৫৩ রান দিয়ে উইকেটের মুখ দেখেননি তিনি। এরপরও উত্তরাখণ্ডকে দুশোর আশপাশে বেঁধে রাখা গেল সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল ৫৪ রানে ৪ ও ঈশান পোড়েল ৪০ রানে ৩ উইকেট নেওয়ায়। এই দুজনের জন্যই ভূপেন লালওয়ানি (৭১) ছাড়া আর কেউ বড় রান পাননি। ইডেনের এই উইকেটে যে পেস ও বাউন্স আছে সেটা পরে শামির বোলিংয়ে দেখা গেল। প্রশ্ন উঠছে বঙ্গ সিমাররা নতুন বল উপরে না ফেলে সকালে এত বাইরে বল করলেন কেন।

শেষবেলায় শামির উইকেট। অভিনন্দন সতীর্থদের।

অভিমন্যু ফিরে যাওয়ার পর উৎকণ্ঠার ৫ ওভার কাটিয়েছেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায় (১ব্যাটিং) ও সুদীপ ঘরামি (৭ ব্যাটিং)। কিন্তু দুজনকেই দেবেন্দ্র ও রাজন কুমারের সুইংয়ে বিপদে পড়তে দেখা গেল। এতক্ষণ চুপচাপ বসে খেলা দেখা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আর থাকতে না পেরে অত:পর উঠে শ্যাডো করে দেখিয়ে দিলেন কিভাবে আউট সুইং খেলতে হবে। দুই সুদীপ কি সিএবি প্রেসিডেন্টের পাঠ নিতে পেরেছেন?

বিজয়া পালন সিএবি-তে

প্রতিবেদন : ঢাক, প্রদীপ ও আতশবাজিতে বুধবার সিএবিতে বিজয়া সম্মিলনী পালিত হল। সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠান আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠেছিল মিলন মেলা। সিএবি কর্তাদের সঙ্গে ক্রীড়া সাংবাদিক ও বিশিষ্টদের মাঝে অনুষ্ঠান কর্তার ভূমিকায় ছিলেন নতুন প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সারাদিন ইডেনে বাংলার রঞ্জি ম্যাচ দেখার পর অতথি আপ্যায়নের দায়িত্বও পালন করেছেন তিনি। সিএবির পুরনো দিনের লোকেরা বিজয়া সম্মিলনীর এই মহামিলনে আপ্লুত।

রানার্স বাংলা

প্রতিবেদন : অল্পের জন্য ট্রফি হাতছাড়া বাংলার মেয়েদের। জাতীয় মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ রাজমাতা জিজাবাই ট্রফির ফাইনালে মণিপুরের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তের গোলে হার বাংলার। ১-০ গোলে জিতে চ্যাম্পিয়ন মণিপুর। ফাইনালে মণিপুরের বিরুদ্ধে সমানে পাল্লা দিয়েছে বাংলার মেয়েরা। কিন্তু সংযুক্ত সময়ে ৯৩ মিনিটে গোল হজম করে স্বপ্নভঙ্গ সুলঞ্জনা রাউলদের। লিন্ডা কমের গোলে জিতে যায় মণিপুর। বাংলা টুর্নামেন্টের মূলপর্বে অপরাজিত থেকে ফাইনালে ওঠে। বাংলার কোচ, ফুটবলাররা ফাইনাল হেরে হতাশ। এই নিয়ে তৃতীয়বার ভারতসেরা হওয়ার সুযোগ ছিল বাংলার সামনে।

সরব প্রাক্তনরা, খালিদের সাফাই

প্রতিবেদন : সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠেও হার। শুরুতে গোল করে এগিয়ে থেকেও ফিফা ক্রমতালিকায় পিছিয়ে থাকা সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধেও জিততে পারে না এই ভারতীয় দল। ফেডারেশনের কাছে প্রাক্তনদের অনুরোধ, এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের শেষ দুই ম্যাচে অনূর্ধ্ব ২৩ ভারতীয় দলকে খেলানো হোক। সুনীল ছেত্রী, গুরপ্রীত সিংদের আর কিছু দেওয়ার নেই।

ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবের কমিটিকে কাঠগড়ায় তুলে ভারতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, এই কর্তারা যতদিন থাকবে ভারতীয় ফুটবল এগোবে না। আইএসএল ভারতীয় ফুটবলকে শেষ করে দিয়েছে। ভারতীয় স্ট্রাইকারদের খেলানো হয় না দেশের সর্বোচ্চ লিগে। তাহলে স্ট্রাইকার উঠবে কীভাবে? সবার আগে ভারতীয় স্ট্রাইকার খেলানো বাধ্যতামূলক করা হোক আইএসএলে। আই লিগকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য বলেন, খালিদ জামিলকে সময় দেওয়া উচিত। তরুণ রক্ত আনতে হবে। আইএসএলে অনেক নিয়ম বদলানো উচিত। ভারতীয় স্ট্রাইকারদের আইএসএলে খেলানো বাধ্যতামূলক করা দরকার। শুধু ফরোয়ার্ডে নয়, স্টপার এবং সেন্ট্রাল মিডফিল্ডেও ভারতীয়রা খেলুক।

জাতীয় কোচ হিসেবে ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচ হেরে খালিদ জামিল জানিয়েছেন, গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ফুটবলারদের মনঃসংযোগের অভাব ভুগিয়েছে। খালিদ বলেন, শুরুটা ভাল করেও আমরা ডিফেন্ডারদের মনঃসংযোগের অভাবে বোকার মতো গোল হজম করেছি। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে দলকে।

রক্তাক্ত বিক্ষোভ, ফাইনালে বাগান

মোহনবাগান ২ (দিমিত্রি, কামিন্স) — ইউনাইটেড স্পোর্টস ০

প্রতিবেদন : ইউনাইটেড স্পোর্টসকে ২-০ গোলে হারিয়ে আইএফএ শিল্ড ফাইনালে মোহনবাগান। শনিবার ডার্বি জিতে ট্রফি জয়ের হাতছানি। অনেক দিন পর গোল পেলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। তবু সন্তুষ্ট নয় সমর্থকদের একাংশ। ইরানে মোহনবাগানের এসিএল টু-এর ম্যাচ খেলতে না যাওয়া নিয়ে সমর্থকদের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ চলছেই। শিল্ডের প্রথম ম্যাচের মতো এদিনও গোটা ম্যাচ জুড়ে গ্যালারিতে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বুধবার ম্যাচের পর সমর্থক বিক্ষোভে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন। দিমিত্রিরা সমর্থকদের আক্রমণের মুখে পড়েন। ফুটবলারদের বিক্ষোভ, হাঙ্গামায় ফুটবলারদের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয় পুলিশ। প্রাথমিকভাবে দু'জন সমর্থককে আটক করা হয়েছে। দু'জন মহিলা সমর্থক আহত হয়েছেন। একজনের মাথা ফেটে রক্তারক্তি। পুলিশি প্রহরায় স্টেডিয়াম থেকে বের করা হয় মোহনবাগান ফুটবলারদের। অশান্ত ঘটনায় ফুটবলারদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত মোহনবাগান আইএফএ-কে চিঠি দিয়েছে। আইএফএ-র কাছে এদিনের ঘটনার ব্যাখ্যা চেয়েছে মোহনবাগান। ভবিষ্যতে এই ঘটনা রোধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তাও জানাতে বলেছে ক্লাব।

গোলের পর উৎসব করলেন না দিমিত্রি।

ম্যাচ শেষে ভিআইপি গেটের মধ্যে ঢুকে পড়েন বিক্ষুব্ধ সমর্থকরা। স্টেডিয়ামের মূল ভবনের বাইরে শুরু হয় প্রতিবাদ। স্টেডিয়াম থেকে বেরনোর সময় বাগানের তিন অস্ট্রেলীয় তারকা দিমিত্রি, জেসন কামিন্স ও জেমি ম্যাকলারেনকে দেখে বিক্ষোভ আরও বাড়ে। দিমিত্রিদের তাড়া করেন ক্ষুব্ধ সমর্থকরা। তাদের আটকে দেয় পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষীরা। মারমুখী সমর্থকরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে দেয়। বাধ্য হয়ে পুলিশ কড়া অবস্থান নেয়।

অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির আগে ম্যাচে দাপটেই জিতে ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের সামনে মোহনবাগান। মরশুমে প্রথমবার প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়ে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন দিমিত্রি। তবে কোনও উৎসব করেননি অস্ট্রেলীয় তারকা। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর মিনিট চারেকের মধ্যেই ২-০ করেন জেসন কামিন্স।

ডার্বির আগে গোল পেয়ে খুশি দিমিত্রি। ঝামেলার আগে দিমিত্রি বলেন, আমি সমর্থকদের ভালবাসি। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আমি সমর্থকদের জন্য সবসময় নিজের সেরাটা দেব। গোল পেয়ে আমি খুশি। ফাইনালে ডার্বিতেও নিজের সেরাটা উজাড় করে দেব।

ডার্বিতে হিরোশিকে পাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল

প্রতিবেদন : শনিবাসরীয় ডার্বির আগে সুখবর লাল-হলুদ শিবিরে। বুধবার সকালেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে চলে এল হিরোশি ইবুসুকির ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট। ফলে আইএফএ শিল্ড ফাইনালে জাপানি স্ট্রাইকারকে খেলানোর জন্য আর কোনও বাঁধা রইল না। সবকিছু ঠিক থাকলে, ডার্বিতেই লাল-হলুদ জার্সিতে অভিষেক হতে চলেছে হিরোশির।

এদিন কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে মোহনবাগান ২-০ গোলে ইউনাইটেডকে হারাতেই শিল্ড ফাইনালে যে ডার্বি হতে চলেছে, সেটা নিশ্চিত হয়ে যায়। ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি উচ্চতার হিরোশি সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ইস্টবেঙ্গলের সই করেছিলেন। বেশ কিছুদিন হল দলের সঙ্গে যোগও দিয়েছেন। ফলে সতীর্থদের সঙ্গেও অনেকটাই মানিয়ে নিতে পেরেছেন। তাঁকে পেলে অস্কার ব্রুজোর হাতে যে বিকল্প আরও বাড়বে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে শনিবারের বড় ম্যাচে হিরোশির প্রথম থেকে খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

চলতি মরশুমে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার মুখোমুখি হতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। ডুরান্ড জার্বিতে বাজিমাত করেছিল লাল-হলুদ। মোহনবাগান অবশ্য সেই সময় পুরোপুরি তৈরি ছিল না। এবার ব্রাজিলীয় তারকা রবিনহোকে পাচ্ছেন বাগান কোচ জোসে মোলিনা। যিনি ইতিমধ্যেই সবুজ-মেরুন জার্সিতে আলো ছড়াতে শুরু করেছেন। যদিও আত্মবিশ্বাসী অস্কার জানাচ্ছেন, ডার্বির জন্য তাঁর ফুটবলাররাও তৈরি।

১৬
১৬ অক্টোবর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

16 October, 2025 • Thursday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

২০২৮ সালের অলিম্পিক ও টি-২০ বিশ্বকাপ খেলতে চান সূর্যকুমার যাদব

অস্ট্রেলিয়া পাড়ি বিরাটদের

অস্ট্রেলিয়াগামী বিমানে বিরাটের পাশে শুভমন। (ডানদিকে) নতুন ওয়ান ডে অধিনায়ককে আলিঙ্গন রোহিতের। বুধবার দিল্লিতে।

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : বুধবার সকালে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে রওনা হন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা-সহ ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা। সন্ধ্যার বিমানে ভারতের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর এবং ওয়ান ডে দলের বাকি খেলোয়াড়রা রওনা হন। বহুদিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে রোহিত ও বিরাটের। ফলে ভক্তদের মধ্যে ভারত-অস্ট্রেলিয়া একদিনের সিরিজ নিয়ে উৎসাহ তুঙ্গে। তার মধ্যেই অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের মনে হচ্ছে, দুই তারকার এটাই শেষ অস্ট্রেলিয়া সফর। তিন ম্যাচের প্রথম ওয়ান ডে রবিবার পারথে। বিসিসিআই-এর শেয়ার করা ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, দিল্লি বিমানবন্দরে বুধবার সকালে তারকাদের ছড়াছড়ি। দীর্ঘদিন পর প্রকাশ্যে রোহিত, কোহলির সঙ্গে খোলামেলা মেজাজে দেখা যায় জাতীয় দলে তাঁদের সতীর্থদের। কয়েক মাস আগেই রোহিতের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল ভারত। নেতৃত্ব হারিয়ে রোহিত এবার খেলবেন তরুণ নেতা শুভমন গিলের নেতৃত্বে। বিমানবন্দরে দেখা যায়, রোহিতকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরছেন শুভমন। টিম বাসে বিরাটের সঙ্গে খুনসুটি ক্যাপ্টেন গিলের। অস্ট্রেলিয়া-যাত্রায় খোশমেজাজে দেখা গিয়েছে শ্রেয়স আইয়ার, নীতীশ কুমার রেড্ডি, অর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, ওয়াশিংটন সুন্দর, প্রসিধ কৃষ্ণ, ধ্রুব জুরেলদের। সাপোর্ট স্টাফদের কয়েকজনকেও দেখা গিয়েছে প্রথম ব্যাচে।

অস্ট্রেলিয়া সফরে টি-২০ সিরিজের দলে থাকা অলরাউন্ডার শিবম দুবেকে নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। চোটের কারণে বুধবার থেকে শুরু হওয়া রঞ্জি ম্যাচে খেলতে পারেননি তিনি। আপাতত শিবমকে কয়েকদিন বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। সূর্যকুমার যাদবেরা কয়েকদিন পর রওনা হবেন।

চেজদের সাজঘরে গম্ভীরের পেপ টক

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : টেস্ট সিরিজ জিতেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ড্রেসিংরুমে গিয়ে আড্ডায় মাতলেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। রোস্টন চেজদের উদ্দীপ্ত করলেন জসপ্রীত বুমরা, কে এল রাহুলরা। কোচ গৌতম গম্ভীর তো রীতিমতো পেপ টক দিলেন ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারদের।

বিসিসিআইয়ের পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, গম্ভীর ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটারদের উদ্দেশ্যে বলছেন, দিল্লি টেস্টে তোমরা যে লড়াই করেছ, সেটা সত্যিই প্রশংসার। তোমরা একটা দল হিসাবে খেলেছ। প্রমাণ করেছ, ক্রিকেট দলগত খেলা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এই লড়াই। কেউ সেঞ্চুরি করলে বা পাঁচ উইকেট নিলে, তাকে নিয়ে মাতামাতি হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক ছোট ছোট অবদান একটা দলকে

ক্যারিবিয়ান কোচ স্যামির সঙ্গে গম্ভীর।

গড়ে তোলে। বড় অবদানগুলো নিয়ে আলোচন হয়। খবরের শিরোনাম হয়। কিন্তু একটা আদর্শ দল তৈরি হয় অনেকগুলো ছোট ছোট অবদান নিয়ে।

গম্ভীর আরও বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্ব ক্রিকেটকে প্রয়োজন নেই। কিন্তু ক্রিকেট বিশ্বের ওয়েস্ট ইন্ডিজকে প্রয়োজন। এই কথাটা তোমরা সবাই মনে রাখবে। একটা ক্রিকেটীয় জাতির ভিত্তিই হল শক্তিশালী টেস্ট দল। তোমরা যখন টেস্টের জার্সি গায়ে দেবে, তখন মনে রাখবে দেশের জন্য কিছু করার সুযোগ পেয়েছ। যারা টি-২০ ক্রিকেট খেলে, তারা এই সুযোগ খুব কমই পায়। গম্ভীরের বক্তব্য শেষ হওয়ার পরেই হাততালি দিয়ে ওঠেন ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটাররা।

হ্যান্ডশেক বিতর্ক নিয়ে ভারতকে খোঁচা মার্শদের

বিরাট-রোহিতের শেষ সফর, আশঙ্কায় কামিন্স

সিডনি, ১৫ অক্টোবর : আগামী ১৯ অক্টোবর থেকে শুরু হবে ভারতের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ। তার আগে প্যাট কামিন্সের আশঙ্কা, এটাই সম্ভবত রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির শেষ অস্ট্রেলিয়া সফর হতে চলেছে। চোটের কারণে ভারতের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজে নেই কামিন্স। তাঁর বদলে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন মিচেল মার্শ। এক সাক্ষাৎকারে কামিন্স বলেছেন, গত ১৫ বছরে ভারতীয় দল যতগুলো অস্ট্রেলিয়া সফর করেছে, তার প্রত্যেকটিতে রোহিত ও বিরাট খেলেছে। তবে এবারই সম্ভবত অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা ওদের শেষবার অস্ট্রেলিয়ার মাঠে খেলতে দেখবে। ওরা দু'জনেই চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার। যতবার ওরা এখানে খেলেছে, ততবারই সমর্থকেরা ওদের পাশে থেকেছেন। কামিন্সের আক্ষেপ, এমন একটা সিরিজ খেলতে পারছি না বলে আমি হতাশ। তবে অসাধারণ একটা সিরিজের সাক্ষী থাকতে চলেছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। এদিকে, অন্যদিকে, মাঠে বল গড়ানোর আগেই ভারতীয়দের মানসিক চাপে রাখার খেলা শুরু করে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এশিয়া কাপে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে ভারতীয়দের হাত না মেলানো নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার সম্প্রচারকারী টিভি চ্যানেল 'কায়ো স্পোর্টস'-এর তরফে একটি বিজ্ঞাপনে দেখা গিয়েছে, সঞ্চালক বলছেন, ভারত আমাদের দেশে খেলতে আসছে। তবে আমরা ওদের একটা দুর্বলতা ধরে ফেলেছি। ওরা প্রথাগত করমর্দনের সমর্থক নয়। তাই বল করার আগেই আমরা ওদের ছুঁড়ে ফেলতে পারি। এরপর দেখা গিয়েছে, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, জেক ফ্রেজার ম্যাকগার্কের হাত মেলানোর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

বিতর্কিত সেই বিজ্ঞাপন।

এছাড়াও ওই বিজ্ঞাপনে দেখা গিয়েছে মিচেল মার্শ, অ্যালিসা হিলি-সহ একঝাঁক পুরুষ ও মহিলা অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারকে। যাঁরা বিচিত্র সব অঙ্গভঙ্গি করে হ্যান্ডশেক বিতর্ক নিয়ে মজা করছেন। যা নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা সমালোচনায় মুখর হতেই, চাপে পড়ে ভিডিওটি মুছে দেওয়া হয়।

সাত ধাপ উঠে কুলদীপ ১৪

দুবাই, ১৫ অক্টোবর : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ভাল পারফরম্যান্সের পুরস্কার। আইসিসি টেস্ট বোলারদের ক্রমতালিকায় সাত ধাপ এগিয়ে ১৪তম স্থানে উঠে এলেন কুলদীপ যাদব। আরেক ভারতীয় যশস্বী জয়সওয়ালও দিল্লি টেস্টে সেঞ্চুরি হাঁকানোর পুরস্কার পেয়েছেন। টেস্ট ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় দু'ধাপ এগিয়ে পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছেন যশস্বী। চোটের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ খেলতে না পারলেও, টেস্ট ব্যাটারদের তালিকার আট নম্বর জায়গা ধরে রেখেছেন ঋষভ পন্থ। এদিকে, টেস্ট বোলারদের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন জসপ্রীত বুমরা। একই ভাবে টেস্ট অলরাউন্ডারদের তালিকার এক নম্বর স্থান ধরে রেখেছেন রবীন্দ্র জাদেজা।

নির্বাচকদের যেন ভয় পেতে না হয় : রাহানে

মুম্বই, ১৫ অক্টোবর : বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল, তিনি জাতীয় দলের বাইরে। অদূর ভবিষ্যতে ফিরবেন, এমন সম্ভাবনাও নেই। সেই অজিঙ্ক রাহানে এবার নাম না করে খোঁচা দিলেন জাতীয় নির্বাচক কমিটির সদস্যদের। রাহানের বক্তব্য, ক্রিকেটাররা নির্বাচকদের ভয় পাচ্ছেন, এমন পরিবেশ যেন তৈরি না হয়। একই সঙ্গে ঘরোয়া ক্রিকেটে নির্বাচক নিয়োগের পদ্ধতিতেও পরিবর্তন চেয়েছেন।

জাতীয় দলের প্রাক্তন সতীর্থ চেতেশ্বর পুজারার সঙ্গে আড্ডায় রাহানে বলেছেন, ক্রিকেটাররা যেন নির্বাচকদের ভয় না পায়। এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এছাড়া আমি নির্বাচকদের, বিশেষ করে ঘরোয়া নির্বাচকদের নিয়ে কথা বলতে চাই। আমার মতে, সম্প্রতি অবসর নিয়েছে, এমন ক্রিকেটারদেরই ঘরোয়া ক্রিকেটে নির্বাচকের দায়িত্ব দেওয়া হোক। মানে, যারা পাঁচ-ছয় বছর বা সাত-আট বছর আগে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছে।

নিজের মন্তব্যের পক্ষে রাহানের যুক্তি, ক্রিকেট দ্রুত বদলাচ্ছে। আমি চাই, নির্বাচকরাও যেন এই বদলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন। প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়কের সংযোজন, ২০-৩০ বছর আগে যেভাবে ক্রিকেট খেলা হত, তার উপর ভিত্তি করে ক্রিকেটীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক, এমনটা চাই না। এটা টি-২০ এবং আইপিএলের যুগ। আধুনিক ক্রিকেটারদের খেলার ধরন এবং মানসিকতা বুঝবে, এমন নির্বাচকদের চাই। বিশেষ করে ঘরোয়া ক্রিকেটে।